চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 20 June 2019 ■ আগরতলা, ২০ জুন, ২০১৯ ইং ■ ৪ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদির ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে মমতার মতো অনুপস্থিত রাহুল, মায়া, অখিলেশ ও স্ট্যালিন

এক দেশ এক নির্বাচনের জন্য কমিটি গড়ল কেন্দ্র

এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে বুধবার নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে সর্বদলীয় বৈঠক। ছবি-পিআইবি।

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ।। এক দেশ এক নির্বাচনের প্রস্তাব খতিয়ে দেখার জন্য কমিটি গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকা বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী। অনুপস্থিত ছিলেন মমতা ব্যানার্জী, মায়াবতী, অখিলেশ সহ স্ট্যালিন। এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে বৈঠকে আসা বেশির ভাগ দল এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছে।

সিপিআই এবং সিআইএ(এম) প্রস্তাবটি নিয়ে ভিন্ন মত থাকলেও, তারা বিরোধিতা করেনি। যে কমিটি গড়া হবে সেটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবে। এদিনের বৈঠকে বিজেডি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্সের মতো দল উপস্থিত থাকলেও। অনুপস্থিত ছিল তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, বিএসপি, সপার মতো দলগুলি। বৈঠকের আগে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছিলেন, এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে সবকটি রাজনৈতিক দলগুলি যদি ঐক্যমত্যে পৌঁছয়, তবে আদতে উপকৃত হবে দেশ। অন্যদিকে এই নীতির বিরোধিতা করেছে বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী, সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অন্যদিকে আই নীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিজেডি নেতা নবীন পট্টনায়ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ না দেওয়ায় মমতার নিন্দায় মুখর দিলীপ ঘোষ।

রাজনাথ সিং আরও বলেন, এদিনের সর্বদলীয় বৈঠকে ৪০ রাজনৈতিক দলের প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তার মধ্যে উপস্থিত ছিল ২১ রাজনৈতিক দলের প্রধান। বাকি তিনটি রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রতিনিধিও পাঠিয়েছে। টিআরএস, টিডিপি এবং আপের সভাপতিরা উপস্থিত না থাকতে পারলেও, তারা তাদের প্রতিনিধিদের বৈঠকে পাঠিয়েছিলেন।

এদিনের বৈঠকে উল্লেখজনক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তারা ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লা, বিজেডি নবীন পট্টনায়ক, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের জগনমোহন রেড্ডি। আমন্ত্রণ জানানো হলেও এদিনের বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী, সমাজবাদী পার্টি অখিলেশ যাদব, ডিএমকে প্রধান এম কে স্ট্যালিন।

এদিন মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ হল ভারত। তাই এই দেশের জন্য প্রয়োজন এক দেশ এক নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচন সদ্য শেষ হয়েছে। এখন চার থেকে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যদি এই বিষয়ে সবকটি রাজনৈতিক দল ঐক্যমত্যে পৌঁছয়। তবে উপকৃত হবে দেশ।

গত রবিবার এক দেশ এক নির্বাচন নীতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য দেশের সবকটি রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের তরফে। সেই মতো বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে হবে এই বৈঠক। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী, ডিএমকে সভাপতি এম কে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্নান করতে গিয়ে মনু নদীতে তলিয়ে গেল বাবা ও মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। স্নান করতে গিয়ে মনু নদীতে তলিয়ে গেলেন বাবা ও মেয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে কৈলাসহরের জলাই গ্রামের বাসিন্দা বাবা ইন্দ্রজিৎ দাস তাঁর মেয়ে পাপিয়া দাস (৭)-কে নিয়ে মনু নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলে। কিন্তু আচমকা বাবা ও মেয়ে দুজনেই নদীর জলে তলিয়ে গেছেন। দীর্ঘক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাবা ও মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় বাড়ির লোকজন চিন্তিত হয়ে পড়েন। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কিন্তু বাবা মেয়ের কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকেরা। শেষে তাঁরা নিশ্চিত হন, উভয়ে নদীর জলে তলিয়ে গেছেন।

খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর থানায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালের মহিলা সুপারকে হেনস্থা, ধৃত ১

কলকাতা, ১৯ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারির সত্ত্বেও ফের রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে হামলা। এবার ঘটনাস্থল হলদিয়া মহকুমা হাসপাতাল। নিগৃহীত হাসপাতালের মহিলা সুপার। এই ঘটনায় ১ জনকে আটক করা হয়েছে। আক্রমণকারীরা বহিরাগত বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। সাপের কামড়ে অঞ্জলি প্রামাণিক নামে এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান রোগীর আত্মীয়রা। অভিযোগ, সে সময় বহিরাগতরা এসে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরে চড়াও হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হাসপাতালের মহিলা সুপার। তাঁকে নিগ্রহ করে বিক্ষোভকারীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ২ যুবক গ্রেপ্তার অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন

শিশুকন্যা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সৌরভ নাথ এবং দীবাকর দাস।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। শিশুকন্যা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সৌরভ নাথ এবং দীবাকর দাসকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার ধর্মনগরের হাফলংছড়ার কারগিল টিলায় ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণ এবং নির্মমভাবে খুনের দায়ে পুলিশ গতকাল রাতেই সৌরভ নাথ (১৯) এবং দীবাকর দাস (২০)-কে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই শিশুটি পরিবারের সাথে সৌরভ নাথের বাড়িতে ভাড়া থাকত। ওই ঘটনায় একটি স্কুটি ব্যবহৃত হয়েছিল। স্কুটিটিও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই যুবকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ২০১ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। মামলার তদন্তকারী অফিসার বলেন, আদালতে ধৃত দুই জনের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু, আদালত ৩ দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছে।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনা সংগঠিত করার জন্য তারা একটি স্কুটি ব্যবহার করেছিল, তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিকে, আজ উত্তেজিত জনতা ধর্মনগরের পদ্মপুরে অবস্থিত অভিযুক্ত সৌরভ দাসের বাড়িতে চড়াও হন। সেখানে তার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র পুড়িয়ে দেন তাঁরা। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী সময়মতো পৌঁছে যাওয়ায় পুরো বাড়িটি রক্ষা পেয়েছে।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী বুধবার জানান, ধৃতদের নাম দীবাকর দাস ও সৌরভ নাথ। গতকাল রাতেই তাদের নিজের নিজের বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ দুই অভিযুক্তকে আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে চাইবে পুলিশ, জানিয়েছেন পুলিশ সুপার চক্রবর্তী। জঘন্য এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা জানতে পুলিশ তাদের রিমান্ডের আবেদন জানাবে। পুলিশ সুপার জানান, দুই অভিযুক্তের বাড়ি ধর্মনগরের পদ্মপুরে নিহত শিশুকন্যার ভাড়াবাড়ির পাশে।

এদিকে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি-র মহিলা মোর্চার সহসভানেত্রী শচিরানি ত্রিপুরা, দলের প্রদেশ সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর সাথে মোবাইলে কথা শেষ করেই গুলিতে আত্মঘাতী জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি করে আত্মঘাতি হলেন এক বিএসএফ জওয়ান। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর নির্মিয়মান মৈত্রী সেতুর জন্য তৈরি অস্থায়ী সেনা ছাউনীতে কর্তবরত অবস্থায় বিএসএফ ৬৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের হাবিলদার সুরজিৎ সিং(৩৯) আত্মঘাতি হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হলেও, সহকর্মীদের ধারণা পারিবারিক অশান্তির কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জিব কুমার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর নির্মিয়মান মৈত্রি সেতুর জন্য তৈরি অস্থায়ী সেনা ছাউনীতে কর্তব্যরত জওয়ান সুরজিৎ সিং নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকেই গুলি ছুড়ে আত্মঘাতি হয়েছেন। তিনি জানান, আত্মঘাতি জওয়ানের বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলার রামনগর তহশিলের জান্দ্রারি গ্রামে। বিএসএফ হাবিলদার পদে তিনি কর্মরত ছিলেন।

সঞ্জিব কুমার জানান, বিএসএফ ৬৬ নম্বর ব্যাটালিয়ান মূলত উদয়পুরে অবস্থিত। কিন্তু, মৈত্রি সেতুর নির্মাণ কাজের নিরাপত্তার জন্য সেখানে অস্থানয় ছাউনী তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ওই জওয়ান কর্মরত ছিলেন। তিনি জানান, আত্মহত্যার খবর সাব্রুম থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালে মর্গে রেখেছে। আজ সকালে সাড়ে ৯টা নাগাদ তার মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়েছে। তিনি আরো জানান, আজ রাতের মধ্যেই জওয়ানের মৃতদেহ জম্মু ও কাশ্মীরে তার পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণের দায়ে এক যুবকের আমৃত্যু কারাবাসের সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ জুন।। মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণের দায়ে এক যুবকের আমৃত্যু কারাবাসের সাজা হয়েছে। বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালত বুধবার এই রায় দিয়েছে। দক্ষিণ জেলার বাইখোরা থানাধীন কলসির বাসিন্দা লাই ফ্রু চাই মগকে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণের দায়ে আমৃত্যু কারাবাসের পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানাও করেছে আদালত।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ২৮ মে কলসি এলাকায় একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের পেছনে লাই ফ্রু চাই মগ ও তার চার বন্ধু মিলে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণ করেছিল। ওই সময় যুবতীর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং লাই ফ্রু চাই মগকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। কিন্তু, বাকি চারজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্থানীয় জনগণ তখন পুলিশে খবর দেয় এবং পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

এদিকে, ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার ভীষণ চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ। কারণ, অভিযুক্তদের পরিবার এলাকায় খুবই প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত। তবে, ওই ধর্ষণের ঘটনায় লাই ফ্রু চাই মগ ছাড়া অন্য কাউকেই পুলিশ গ্রেফতার করেনি । পুলিশের বক্তব্য ছিল, ধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়েছে । তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছিল।

এদিকে, মগ সম্প্রদায়ের একটি সামাজিক সংস্থা এই ধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। কারণ, অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণিত চেষ্টা চলছিল। অবশেষে আজ আদালত ওই ধর্ষণের ঘটনায় সাজা শুনিয়েছে।

সরকার পক্ষের আইনজীবী আখতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে গিয়ে বেঘোরে মরল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। চলন্ত রেলে দরজায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকি নিয়ে সেলফি তুলতে গিয়ে প্রাণ গেল এক যুবকের। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া থানাধীন মনুরমুখ রেল ব্রীজে এই দুর্ঘটনায় স্তম্ভিত রেল যাত্রী সহ স্থানীয় জনগণ।

আজ সকাল ৮টা ১০ মিনিট নাগাদ আগরতলা-বিলোনীয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন মনুরমুখ রেল ব্রীজ অতিক্রম করার সময় ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ইন্দ্রজিৎ ভৌমিক নামে এক যুবকের। মনুবাজার থানাধীন দক্ষিণ শ্রীনগরের বাসিন্দা ইন্দ্রজিতের বয়স ১৯। খবর পেয়ে ছুটে আসেন তার বাবা নারায়ণ ভৌমিক। তিনি জানান, এবছর শ্রীনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। তার বড় ভাই বিশ্বজিৎ ভৌমিক ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্বদ্যিালয়ে এম.এ. করছেন। নারায়ণবাবুর জানান, বড় ভাইয়ের সাথে আগরতলায় আইটিআই কোর্সে ভর্তির জন্য গিয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু, ভর্তি না হয়েই আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শপথেও 'জয় শ্রীরাম', 'জয় বাংলা' ধ্বনি

কলকাতা,১৯ জুন।। লোকসভার পর এবার বিধানসভা। লোকসভার পর বিধানসভার শপথেও এবার ঢুকে পড়ল 'জয় শ্রীরাম', 'জয় বাংলা' ধ্বনি। বুধবার বিধানসভায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুললেন বিজেপির বিধায়করা। পালটা 'জয় হিন্দ' ধ্বনি তোলেন তৃণমূলের বিধায়করা। দু'পক্ষের স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা। এদিনের ঘটনার ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের সাংসদদের শপথের ধরন নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছে। তৃণমূলের সাংসদরা যেমন 'জয় হিন্দ', 'জয় বাংলা' স্লোগানে সংসদে হইহই ফেলে দিয়েছেন, তেমনই বিজেপির সাংসদদের 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে লোকসভা কক্ষ। বুধবার একই ছবি দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও।

লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই এ রাজ্যের বেশ কয়েকটি আসনে উপনির্বাচনও হয়েছে। তাতে বিধায়ক হয়েছেন বিজেপির চারজন। ফলত, এখন বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়। এমনকী, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে দেখা যাচ্ছে, দলবদল করে বিধায়করা বিজেপিতে শামিল হচ্ছেন। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল থেকে একাধিক বিধায়ক ইতিমধ্যেই বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। আরও অনেকেই আসবেন বলে দাবি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের। কিন্তু যে সমস্ত বিধায়ক দল ছেড়েছেন, তাঁরা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে বিধানসভা কর্তৃপক্ষকে জানাননি।

বুধবার বিধানসভায় নতুন বিধায়কদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। বিধানসভার ভিতরে কী কী অনুচিত সে বিষয়েও জানিয়ে দেওয়া হয় বিধায়কদের। তাও মালদহের হবিবপুরের বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু শপথবাক্য শেষ করার পর বলেন 'জয় শ্রীরাম'। তাঁকে সমর্থন করে স্লোগান তোলেন বিজেপির বাকি বিধায়করাও। বিধানসভার ভিতর স্লোগান তোলায় ঘটনার প্রতিবাদ জানান তৃণমূল বিধায়করা। ঘটনার প্রতিবাদ করেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'নিয়মেই স্পষ্টভাবে বলা আছে, কোনও বিধায়ক অধিবেশন কক্ষে স্লোগান দিতে পারবেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উষসী হেনস্থায় কড়া পদক্ষেপ বরখাস্ত এসআই

প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স উষসী সেনগুপ্ত।

কলকাতা,১৯ জুন।। রাতের শহরে হেনস্থার ঘটনায় পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স উষসী সেনগুপ্ত। তাঁর অভিযোগ ছিল, ময়দান থানার পুলিশের কাছে তিনি সাহায্য চাইলে, সেই থানায় বিষয় নয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। সে দিন রাতেই ময়দান, ভবানীপুর ও চারু মার্কেট থানায় বারে বারে হয়রানি শিকার হতে হয় তাঁকে। তাঁর অভিযোগ খতিয়ে দেখে বুধবার সন্ধেয় বরখাস্ত করা হয় চারু মার্কেট থানার সাব ইনস্পেক্টর পীযুষ কুমার বলকে। পাশাপাশি, শো-কজ করা হয় ময়দান থানার সহকারী সাব ইনস্পেক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ভবানীপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্টার পাড়ায় গৃহবধূকে খুন করে আত্মহত্যার নাটক সাজানোর অভিযোগ, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। পনের জন্য গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে। গৃহবধূকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। জনরোষে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত স্বামীকে। অন্যদিকে, শাশুড়ি ঘটনার পর বাড়ি থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী আগরতলা শহরের মাস্টারপাড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার লোকজন অভিযুক্ত স্বামী ও শাশুড়ির কঠোর শাস্তির দাবী করেছে। এমনকি গৃহবধূর মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও ছুটে যায় এলাকার লোকদজন।

মাস্টার পাড়ার জনগণ ভীড় করেন আইজিএম হাসপাতালে। ইনসেটে মৃত গৃহবধূ এবং ধৃত স্বামী।

আনুমানিক ৫ বছর পূর্বে নতুননগর এলাকার বাসিন্দা নায়না দাসের সাথে সামাজিক ভাবে বিয়ে হয় রাজধানীর নেতাজি চৌমুহনি সংলগ্ন মাস্টার পাড়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় অর্থ দপ্তরে কর্মরত সঞ্জীব দেবের সাথে। সঞ্জীব ও নায়নার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর জন্মদিনে এনএসইউআই ও এবিভিপির বৃক্ষ রোপণ একযোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রাহুল গান্ধীর আজ ৪৯ তম জন্মদিন। এ উপলক্ষ্যে কংগ্রেস সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করে। তারা আগরতলার প্রাচীনতম মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ (এমবিবিসি) প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী পালন করেছে। একই এমবিবি কলেজে একই উদ্দেশ্যে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদও।

এনএসইউআই-এর প্রদেশ কমিটির সহ-সভাপতি সম্রাট রায়ের নেতৃত্বে তাঁরা তাঁদের সাংগঠনিক পতাকা নিয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে যখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২৪৬৭◻ ২০ জুন ২০১৯ ইং ◻ ৪ আষাঢ় ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তিলোত্তমার স্বপ্নে স্মার্ট সিটি

রাজন্য আমলে গড়িয়া উঠা শহর আগরতলাকে তিলোত্তমা নগরী গড়িয়া তুলিতে কত স্বপ্নই না রাজ্যবাসী দেখিয়াছেন। এই শহর পত্তন করে ত্রিপুরার মহারাজা। সেই সময়ের লোকসংখ্যা ইত্যাদিই মাথায় ছিল। এমন জনসংখ্যা ও যানবাহনের ভীড় বাড়িবে সেই আন্দাজ হয়তো তখন তেমন ভাবে ভাবিবার সুযোগ ছিল না। তবু, সেই সময় শহর নির্মাণের যে কৌশল ও দক্ষতার নজীর দেখা গিয়াছে তাহার তুলনা বিরল। শহরের প্রতিটি জায়গা একেকটি চৌমুহনীর সঙ্গে জুড়িয়াছে। এমন সাদৃশ্য অন্যকোনও শহরে মিলিবে বলিয়া মনে হয়। কুঞ্জবনের পুরাতন রাজভবন, মালঞ্চ নিবাস, এমবিবি কলেজ, লেইক, শহরের বুকে একের পর এক দীঘি শহর সৌন্দর্য্য ও পরিবেশ সুরক্ষা অনেক বেশী ভূমিকা রাখিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। রাজন্য আমল যে অবয়বে শহর পত্তন হইয়াছিল সেই মূল কাঠামোর কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। তাই এই শহরকে রাজন্য শহর বলিলে নিশ্চয়ই ভুল বলা হইবে না। এই শহরেই স্মার্ট সিটি গড়িয়া তুলিতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন স্মার্ট সিটি প্রকল্পটি চালু করেন তখন কিছু বিধিনিষেধের কারণে আগরতলাকে স্মার্ট সিটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় নাই। পরবর্তী সময়ে স্মার্ট সিটির কিছু নিয়ম শিথিল করার ফলে ত্রিপুরাও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্মার্ট সিটির পাঁচটি প্রকল্পের মঙ্গলবার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ২০৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটি তৈরী করা হইবে। যে পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে আছে এমবিবি রোডের আপগ্রেডেশান, ডিমসাগরের দ্বিতীয় জলাশয়ের উন্নয়ন এবং আগরতলা শহরের কুড়িটি স্থানে অত্যাধুনিক বাসস্ট্যান্ড স্থাপন। এই প্রকল্পগুলি রূপায়নে ব্যয় হইবে ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এইসব প্রকল্পের মধ্যে আছে সুসংসহত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, বাস, অ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন যানবাহন জিপিএস বসানোর ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক বাসস্ট্যান্ড স্থাপন, বিভিন্ন পার্ক নির্মাণ ইত্যাদি।

স্মার্ট সিটির পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিতে গিয়া মুখ্যমন্ত্রী পুর কর বৃদ্ধিরও ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পুর কর বৃদ্ধি সম্পূর্ণটাই নির্ভর করিতেছে আগরতলাবাসীর উপর। কারণ শহর সৌন্দর্যায়নের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হইলে তবেই কর বৃদ্ধি করা হইবে না। আর তাহা না হইলে কর বৃদ্ধি করিয়া সেই টাকা দিয়া সৌন্দর্যায়নের সংস্কার ব্যবহৃত হইবে। আসলে, রাজন্য আমলে গড়িয়া উঠা এই শহর একটি কড়াইয়ের মতো। মধ্যখানে নীচু। বৃষ্টি ঝরিলেই সেই শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা চলিয়া যায় জরে নীচে। এই জলকষ্টের হাত হইতে মুক্তির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেছে। কিন্তু উচ্চ প্রযুক্তি কতখানি এক্ষেত্রে সন্নিবেশ করা হইয়াছে তাহা নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। আজ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি অসাধ্য সাধন করিতেছে। কিন্তু, আগরতলার জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে যেন গোঁড়া কাটিয়া আগায় জল দিবার মতো অবস্থা। শহরের বিভিন্ন নালা নর্দমাগুলিতে কংক্রিটের কাভার দেওয়া হইয়াছে। ফলে সমস্যা কার্য্যত বাড়িয়াছে। ড্রেনের উপর কংক্রিটের ঢাকনা দেওয়ায় আবর্জনা সাফাই ঠিক হইতেছে বলিয়া সন্দেহ। শহরের অধিকাংশ নালাগুলিই আবর্জনার স্তুপ। ফলে, বৃষ্টি পড়িলেই শহর ডুবিয়া যায়। বিদ্যুৎ না থাকিলে তো সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়। পাম্প চালাইয়া জল বাহির না করিলে সমস্যা তীব্র হয়। এই জল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত না হইলে এই শহর কিভাবে স্মার্ট হইয়া উঠিবে সেই প্রশ্ন উঠিতেই পারে। নতুন জোট সরকার জল যন্ত্রণা হইতে শহরবাসীকে মুক্তি দিতে তবু অনেক চেষ্টা চালাইতেছে। কিন্তু, এই সমস্যা এত গভীর খুব সহজে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। একথা ঠিক, আগরতলার পুর এলাকা সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। কিন্তু, সম্প্রসারিত পুর এলাকায় পুর নিগমের কোনও পরিষেবা নাই। আজ না হউক কাল এই বৈষম্যের অভিযোগ উঠিবেই।

রাজধানী শহর আগরতলাকে তিলোত্তমা গড়িবার স্বপ্ন তো কয়েক দশক আগেই দেখা হইয়াছিল। কত আশার বাণী কত জনে যে শুনাইযাছেন তাহার ইয়ত্বা নাই। শেষে কেন্দ্রীয় সরকার এই শহর আগরতলাকে স্মার্ট সিটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্বপ্ন পূরণের সুযোগ আনিয়া দিলেন বলা যাইতে পারে। এই শহর আগরতলা ত্রিপুরাবাসীর স্বপ্ন ও গর্বের। একদিন এই শহর দেশবাসীর নজর কাড়িবে। এই শহর সৌন্দর্যায়নের দায়িত্ব শুধু সরকার বা পুরসভার নহে। প্রতিটি পুর নাগরিককে নিজ কার্তব্যে সচেতন হইতে হইবে। এই শহরের বিভিন্ন জলাশয় জবর দখল হইয়া গিয়াছে। আবর্জনার স্তুপে ভরাট হইয়াছে পুকুর। রাজন্য আমলে প্রভুবাড়ীর পুকুর আজ পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তুপে পরিণত হইয়াছেন। এই পুকুরকে সংস্কার করিয়া সেখানে পার্ক করিবার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু, সিপিএম পরিচালিত পুর নিগম অজ্ঞাত কারণে পিছাইয়া যায়। ইতিহাসের গতিপথকে যদি আমরা সম্মান জানাই তাহা হইলে রাজন্য আমলের পুকুর পুর কর্তাদের চোখের সামনে আবর্জনার স্তুপে হারাইয়া যায় কিভাবে? রাজন্য আমলের স্মৃতি বিজড়িত এই পুকুরকে যেকোনও মূল্যে উদ্ধার করা একান্ত জরুরী। বাম আমলের দীর্ঘ সময়ে এই পুকুর উপেক্ষিত হইয়াছে। অন্তত রাম আমলে রাজন্য ইতিহাস বিজড়িত জলাশয় উদ্ধার শহর সৌন্দর্যায়নে একটি বড় পদক্ষেপ হিসাবেই গণ্য হইবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই শহর আগরতলার রূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে ভবিষ্যতে পর্যটকদের ঢল নামিবে এই ত্রিপুরায়। এই স্বপ্ন পূরণই হউক আমাদের সংগ্রাম। স্মার্ট সিটির আগরতলা একদিন নতুন আলোয় জাগিয়া উঠিবে। এই স্বপ্ন আশাই আমাদের ভরসা।

কোপার দ্বিতীয় ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করে হতাশা ব্রাজিল শিবিরে

সালভাডর, ১৯ জুন (হি. স.) : কোপার দ্বিতীয় ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করে হতাশা ব্রাজিল শিবিরে। বুধবার ভারতীয় সময় সকালে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হয়েছিল আয়োজক দেশ। প্রথম ম্যাচে বলিভিয়াকে উড়িয়ে দারুণভাবে অভিযান শুরু করেছিল সেলেকাও ফুটবলাররা। তবে পরের ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়ল তারা।

খেলায় আগাগোড়া দাপট ছিল ব্রাজিলের। আক্রমণের ঢেউ তুলেছেন ফির্মিনহো, কুটিনহোরা। তবে সেই ঢেউয়ে ভেসেও দিনের শেষে ভেনেজুয়েলা এক পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন। ফুটবল ঈশ্বর সহায় নন এদিন। তাই তিনবার গোল করেও ফলাফল সেই গোলশুন্য। প্রথমার্ধের শেষদিক থেকে চালু এই ট্রেন্ড। রবার্তো ফির্মিনহো গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিতের দলকে। তবে ফাউলের কারণে সেই গোল বাতিল হয়ে যায়। ড্রয়ের পরও গ্রুপ 'এ' থেকে আপাতত শীর্ষেই রইল ন'বারের কোপা চ্যাম্পিয়নরা। চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের অপর দল পেরু একই মেরুতে অবস্থান করলেও গোল পার্থক্যে শীর্ষে রইল তিতের দল। এদিন গ্রুপের অপর ম্যাচে বলিভিয়াকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে পেরু। আগামী শনিবার গ্রুপ নির্ণায়ক ম্যাচে পেরুর মুখোমুখি হবে সেলেকাওরা।

ফঁতে নোভা এরিনায় এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ভেনেজুয়েলার জালে বল রাখেন ব্রাজিল ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল জেসুস। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির সাহায্য নিয়ে জেসুসের সেই গোল বাতিল করেন রেফারি। কারণ হিসেবে জানানো হয় জেসুসের উদ্দেশ্যে পাস বাড়ানোর সময় অফসাইডে ছিলেন আরেক ফরোয়ার্ড রবার্তো ফিরমিনো। রিপ্লেতে দেখা যায় বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারের পায়ে প্রতিহত হওয়া বল ধরে পাস বাড়ানোর মুহূর্তে লিভারপুল স্ট্রাইকার অফসাইড পজিশনে ছিলেন। প্রতিবাদ জানিয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি।

ম্যাচ শেষের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে দ্বিতীবারের জন্য নাকচ হয় ব্রাজিলের গোল। এক্ষেত্রে বক্সের মধ্যে মিডফিল্ডার কুটিনহোর ক্লোজ রেঞ্জ শট জালে জড়ানোর আগে অফসাইড পজিশনে দাঁড়িয়ে থাকা ফিরমিনোর পায়ে তা প্রতিহত হয়। এর আগে প্রথমার্ধে বক্সের মধ্যে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারকে টেনে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে ফিরমিনোর একটি গোল বাতিল করেন রেফারি। অর্থাৎ এদিন ব্রাজিলের বাতিল হওয়া প্রত্যেকটি গোলের নেপথ্যেই ছিলেন লিভারপুল স্ট্রাইকার।

প্রতিবাদের ভাষা প্রতিবাদের আগুন

দেবজ্যোতি মিশ্র

'প্রতিবাদ' আর 'সংগীত'—কার যে জন্ম আগে, জানা নেই। তবে 'সংগীত'—এই শুদ্ধ উচ্চারণের আগেই মানুষের কণ্ঠে জেগে উঠেছিল প্রতিবাদের স্বর। সেই যে কখন 'সুর' হয়ে গিয়েছে তার সাক্ষী ইতিহাসলিপি। জীবন এসে দাঁড়াল জীবনের পাশে, তারও পাশে আরও একটি জীবন, সারি সারি জীবন পাশাপাশি.....আড়াআড়ি..... শত কণ্ঠ সহস্র কণ্ঠে মিশে যায়। গর্জে ওঠে লক্ষ কণ্ঠে। আমরা জানি যে, আফ্রিকায় হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চলেছে, এখনও চলছে, এবং একই সঙ্গে 'যুদ্ধবিরোধী সংগীত' মানুষ তৈরি করছে তাদের ফর্মে, তা আমাদের কাছে কতটা পৌঁছয় জানি না, কিন্তু আমরা বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে জানতে পারি যে, শুধু কণ্ঠ ছাড়ো জোরে নয়, কালোমানুষদের হৃৎপিণ্ডেও বারবার বেজে উঠেছে প্রতিবাদের দুন্দুভি দামামা। আফ্রিকায় তো আফ্রিকান ড্রামস ব্যবহার করা হত যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক রূপে। আমার একজন কম্পোজারের কথা মনে পড়ছে—বেঠোফেন—লুডউইগ ফন বেঠোফেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফরাসি রেভোলিউশনের প্রাক্কালে যখন সভ্যতার সপক্ষে কথা বললেন, লুডউইগ ফন বেঠোফেন নেপোলিয়ান বোনাপার্টের উদ্দেশে থার্ড সিম্ফনি কম্পোজ করলেন, 'টু দ্য গ্রেট হিরো নেপোলিয়ান বোনাপার্ট' —এই নাম দিয়ে আবার যুদ্ধের পরেই নেপোলিয়ান নিজেকে যখন 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করলেন, অত্যন্ত রেগে গিয়েছিলেন বেঠোফেন, এবং কলমের আঁচড়ে খুব জোরে দাগ কেটেছিলেন সেই ম্যানুস্ক্রিপ্টে, যা কিনা অনেকগুলি পাতাকে ক্ষতবিক্ষত করে ইতিহাসে সাক্ষী রেখে গিয়েছে । লণ্ডন মিউজিয়ামে রাখা আছে বেঠোফেনের থার্ড সিম্ফনির সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট পেপার্স। নেপোলিয়ান নিজেকে 'সম্রাট' ঘোষণা করায় করায় আহত হয়েছিলেন বেঠোফেন,এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়েই বেঠোফেন এই থার্ড সিম্ফনির নাম দিলেন 'হেরোয়িকা', মানে, 'টু আ গ্রেট হিরো', আর 'নেপোলিয়ান' নয়! বেঠোফেনের ফিফ্‌থ সিম্ফনি---এই ফিফ্‌থ সিম্ফনি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন চলচ্চিত্রকার, থিয়েটার অ্যাক্টিভিস্ট, থিয়েটার ডিরেক্টার্স, নাট্যকার—সবাই ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন সময়ে। বেঠোফেনের ফিফ্‌থ সিম্ফনি যে কত জায়গায় ব্যবহার হয়েছে! আমাদের ভারতীয় ছবিতেও ব্যবহার হয়েছে, যতবার ব্যবহার হযেছে ততবারই কিন্তু মানবের সপক্ষে, মানবিকতার সপক্ষে, জীবনের সপক্ষে, সহমর্মিতার সপক্ষে, এবং যুদ্ধের বিপরীতে প্রতিবাদের হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। এই কমপোজিশনটি, ফিফ্‌থ সিম্ফনি---একটি গ্রেট মাস্টারপিস---মিউজিক্যাল ওয়ার্ক। বেঠোফেনকে বলা যায় 'সংগীতের শেক্সপিয়র'; তাঁর প্রবল প্রখর মানবিক আবেদনে ভরা সংগীত যা একটা 'প্রোটেস্ট' তৈরি করে, সভ্যতা যুদ্ধের বিপরীতে ব্যবহার করেছে। আমি নিজেও ব্যবহার করেছি,

আমাদের কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় যখন ঋত্বিক ঘটকের জীবনের ওপর একটা ছবি তৈরি করলেন, সেখানে। এই বেঠোফেনের ফিফ্‌থ সিম্ফনি আমাদের বিভিন্ন কম্পোজারকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সলিল চৌধুরীর 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে', নৌ-বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা—ধর্মঘটের সপক্ষে মনুমেন্টের তলায় মানুষ যখন জড়ো হয়েছিলেন, সলিল চৌধুরী তাঁর 'আইপিটিএ' ক্যায়ারকে নিয়ে এই গানটি পরিবেশন করেছিলেন, সেদিন সম্ভবত ভারতে এক নতুন বিপ্লব-সংগীত, বিদ্রোহ-সংগীত তৈরি হল। এখন কথা হল সলিল চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টিতে এলেন কীভাবে? মানে, এই কমিউনিস্ট রাজনীতিরমধ্যে। সলিলদার কাছে বিভিন্ন সময় যে কথাগুলি শুনেছি, সেখান থেকে বলি প্রথমে তিনি ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। ওঁকে পার্টিতে এনেছিলেন অরুণ দাশগুপ্ত, ১৯৪০ সাল নাগাদ। পার্টি তখন 'বেআইনি'। থাকতেন ছাত্র হোস্টেলে। পড়তেন বঙ্গবাসী কলেজে। ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল এবং তার বিরোধিতা ছাত্র রাজনীতির প্রধান বিষয় ছিল। এই সময় এক বছর হোস্টেলে ছিলেন। তারপর গ্রাম থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। সোনারপুর থানার কোদালিয়া গ্রামে থাকতেন সলিলদা। ১৪-১৫ বছর বয়স থেকেই বাঁশি বাজাতেন প্রখ্যাত সংগীতকার তিমিরবরণের গ্রুপে এবং নৃত্যশিল্পী সাধনা বসুর গ্রুপে। ১৯৪১ সালে কলকাতায় যখন প্রথম বোমা পড়ল, সলিলদা বলেছিলেন, যে, উনি বাবার কাছে অসমে চলে যান। ওঁর বাবা ছিলেন চা-বাগানের ডাক্তার। এই সময়টিতে সংগীত নিয়ে নানা ভাবনা-চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন চা বাগানের কুলি সম্প্রদায়ের গান-বাজনা ও তাদের সংগীত নিয়ে। ওখানে যে শ্রমিক আন্দোলন হয়, সেখানেও সলিলদা জড়িয়ে পড়েন এবং সেটা একটা কারণ সলিলদার বাবার চাকরি চলে যাওয়ার।

সলিলদা বলছেন যে, তখনকার সেই অত্যাচার অকল্পনীয়! দালাল আর কাঠিরা গিয়ে লোক ধরে আনত। এবং অসমের চা-বাগানের অকথ্য অত্যাচারে যে ঢুকত, সে আর বেরতে পারত না। যে কোনও কুলি। 'মেয়ে'-কুলিদের যেভাবে পারো লুটেপুটে নাও। এটা ছিল ব্রিটিশদের মজ্জায় মজ্জায়। যে সকল মেয়ে কুলি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ত, তাদের লাথি মেরে ফেলে দাও। সলিল চৌধুরীর বাবা ছিলেন ডাক্তার এবং খুব সাহেবি কেতার মানুষ। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসিদের বিদেশি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর দামি স্যুট আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছলেন। কোনও এক সময় সলিলদা বলেছিলেন তাঁরএকটি লেখা গান এই বিষয়ে। গানটি হল -

আমার বাবা বোকা ছিলেন
আমি তো তার ছেলে
সে বিলেতি কাপড় পুড়িয়ে
গিয়েছিল জেলে
তোমার কেমন দেশি সুতোয়
বানালে গাঁটছড়া
তার এককোণে বাঁধা যে
গাওনের সাথে
এককোণ গলায় দিয়ে
বুঝলাম
নাকের বদলে নরুল পেলাম
টাকা ডুমা ডুম ডুম।

এভাবেই তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আসা। নিজস্ব এলাকা হরিনাভি, পরবর্তী সময়ে অসম, অসমের চা বাগান, চা বাগানের শ্রমিকদের উপর অত্যাচার-অবিচার তাঁকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বহুদিন পর্যন্ত, সম্ভবত তাঁর জীবনের প্রান্তবেলা অবধি। ১৯৪৭ সালে যখন দেশ স্বাধীন হল, সলিল চৌধুরী তখন অসমে। কংগ্রেসের মিছিল বেরিয়েছে। মিছিল দেখে চা বাগানের কুলি-শ্রমিকরা বয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নিল। সলিল চৌধুরী থাকতেন ডিমাপুর-মণিপুর রাস্তায়। মানে যেখানে ছিল আমেরিকান সৈন্যদের ক্যাম্প। সাধারণ মানুষের কাছে এই ফ্রন্ট ছিল আতঙ্কজনক। তাই কংগ্রেসেরমিছিল দেখে তারা ভয় পায়। সলিলদা বললেন, 'আমি সকলকে চিৎকার করে বলছি দেশ আজাদ হো গিয়া।' তারা বললেন,' ও ক্যায়া হ্যায়? আজাদ ক্যায়া হোতা হ্যায়?' সেই মানুষগুলির কথা আমাকে বহু বছর ভাবিয়েছিল। তাদের জায়গায় থাকলে মনে হয় সত্যি কি স্বাধীন হয়েছি আমরা?

আমরা যখন বলছি, তখন আমরা নাগরিক কম্পোজারদের নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু সাঁওতাল পরগনায় সাঁওতাল বিদ্রোহে যখন মাদল বেজে ওঠে, সেখানেও কিন্তু সংগীতই ব্যবহার করা হয়, এবং তাঁদের কমিউনিকেশন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে কমিউনিকেশনের জন্য তাঁরা তাঁদের নিজেদের যে ফোক ইনস্টু মেন্ট ---সেগুলোকে ব্যবহার করেন। তাই বারবার দেখা গিয়েছে অনেক মানুষকে একত্র করার জন্য সংগীত একটা ভড় হাতিয়ার, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, যখন গণতন্ত্র রোধ করা হয়, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার রোধ করা হয়, তখন এই সমস্ত কিছুর প্রতি পক্ষ হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকে সংগীত। সত্যিই সংগীত না থাকলে জীবন, জীবন্ত হয় না।

ভারতে 'নকশাল আন্দোলন' এমন একটা মুভমেন্ট, যা আজকে প্রায় মধ্যবিত্ত এবং শভিনিস্ট তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শিবিরে একটি 'নস্টালজিত' বিষয় ---যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে সংগীত, যা অবশ্যই বহন করছে প্রতিবাদের জিন। ক'দিন আগে একটি হিন্দি ডকু ফিচার করলাম। ছবির পরিচালক অজয় ব্রার, ছবির নাম 'দ্য হিডেন ওয়ার' পাঞ্জাবি ছেলে, তিন বছর পড়ে থেকেছে ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন গ্রামে। এ ছবি নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। কাজ করতে গিয়ে বহু গান শুনতে হয়েছে। অদ্ভুতভাবে সেসব গানের মধ্যে মার্কসের কথা, মাওয়ের কথা রয়েছে। সেই গান মহিলারা ধনুক বাজিয়ে গায়, ঢোল বাজিয়ে গায়। তীক্ষ্ণ খরখরে সমবেত স্বরে উদ্বেগ হয়ে ওঠে মন। চোখে জল আসে। ভীরু মেরুদণ্ডও উঠে দাঁড়ায়। মনে হয় কাল সকালেই বোধহয় জলজ্যান্ত বিপ্লব গায়ে আগুনের হল্‌কা নিয়ে সরাসরি চোখে চোখ রেখে দাঁড়াবে। বুঝতে পারি, আপাত-নিস্তরঙ্গ ভারতের ভেতর এক অগ্নিচেতনা, এক প্রতিবাদের স্বর-যাকে রুদ্ধ করে রাখা যায়নি।

হিটলারের সময়ে, হিটলার প্রথমেই এসে বেঠোফেন ব্যান করে দিয়েছিলেন। বেঠোফেনের নাইন্থ সিম্ফনি, 'ওড টু জয়', অর্থাৎ মানুষের জয়গাথা; এই জয়গাথা সম্পর্কে হিটলার মনে করলেন, যে, বেঠোফেন মানুষকে, তার অন্তরের প্রতিবাদী সত্তাকে উজ্জীবিত করছেন। সুতরাং বেঠোফেন ব্যান করা উচিত। ফ্যাসিজম এভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিসকে ব্যান করে। আবর একইরকমভাবে ইহুদি-নিধনকে কেন্দ্র করে একজন গ্রেট কম্পোজার, জার্মান কম্পোজার, ওয়াগানার-কে ইজরায়েল ব্যান করে দেয়। কারণ, হিটলার ওয়াগনারের কম্পোজিশন পছন্দ করতেন। ওয়াগানার কিন্তু একজন শিল্পী, এবং তাঁর সংগীতে এমন এক ধরনের ক্রেসেন্ডো থাকত, এক ধরনের ধ্বনি, যে হিটলার তাতে উদ্দীপনা পেতেন। হিটলার যেহেতু ইহুদি-নিধন যজ্ঞে যুক্ত, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পছন্দের কম্পোজার ওয়াগনারকে ইজরায়েলের মানুষ ও শিল্পীরা ব্যান করেছিলেন। ১৯৯১ সালে জুবিন মেহতা যখন 'নিউ ইয়র্ক ফিলহারমোনিক অর্কেস্টা' থেকে 'ইজরায়েল ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্র'-য় কনট্র্যাক্ট করার জন্য আসেন, তখন আবার নতুন করে ওয়াগনার বাজানো হয়। তিনি সেখানকার মানুষেক বোঝালেন যে, একজন স্রষ্টা আসলে মানবিকতার পক্ষেই কথা বলেন, সুতরাং ওয়াগনার মুক্ত হোক, ইজরায়েলে ওয়াগনার বাজুক। আবার ওয়াগনার বাজল ইজরায়েলে। শিল্প শেষ পর্যন্ত মানুষের ভাল লাগার জন্যই, মানুষকে উদ্দীপ্ত করার জন্যই কাজে লাগে, শিল্প এভোবেই হয়ে ওঠে জীবনদায়ী।

১৯৯০ সালের ১৮ অক্টোবর। ভিড় ভেঙে পড়েছিল ইডেনের মাঠে। অসংখ্য মানুষ সাক্ষী থাকতে চেয়েছিল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের। কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলার সংবর্ধনা। গম্ভীর জ্যোতি বসুকে স্তম্ভিত করে গান শুরু হওয়া মাত্র প্রতিবাদের প্রবাদপুরুষটি উঠে দাঁড়িয়ে, দেহ দুলিয়ে, গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠেছিলেন 'উন শ্যাল ওভারকাম সাম ডে'। নিমেষে মনে পড়েছিল পয়েজ আহমেদ ফয়েজ-এর সেই দুর্দান্ত লাইনগুলো 'আ যাও, নে সুন লি তেরে ঢোলকি তরঙ্গ/আ যাও, মস্ত হো গায়ি মেরে লহুরি তাল / আ যাও আফ্রিকা.....' এই প্রসঙ্গে ইদানীং সময়ের আরও একটি ঘটনার কথা বলব। যে ঘটনা ইতিমধ্যেই পৃথিবী জুড়ে ঝড় তুলেছে। আদিবাসী জনগণকে উপেক্ষা করার অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সংগীতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, সেই দেশের নয় বছর বয়সি এক শিশু। 'প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ'-এর অভিযোগ এনে জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় সহপাঠীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সে। শুধু তাই নয়, এর প্রতিবাদে সে নিজে গেয়ে ওঠে তার আদিবাসী ভাষায় তৈরি গান। আবার, যাদুবপুরের ঘটনায় যদি চোখ রাখি তাহলে সেখাওে দেখব ছাত্ররা তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অনৈতিক নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গলা মিলিয়েছে, 'হোক কলরব' শুধু গান নয়, হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের নতুন ভাষা।

আমার বারবার যে কথা মনে পড়ে, 'হাল্লা চলেছে যুদ্ধে।' সেখানে কিন্তু সংগীত ব্যবহার করেই হাল্লারাজের ফ্যাসিস্ট চেহারা দেখানো হয়। ওরকম উঁচু মাপের কমেডি-শিল্পী জহর রায়ের মুখে তখন গানের সুর আর দেহভঙ্গিমায় ফুটে ওঠে এত তুঘলক কিংবা হিটলারের ছবি। আসলে, সত্যজিৎ রায় একটি প্রতিবাদী গান তৈরি করেছেন। হাল্লা রাজার গান কি আসলে হাল্লা রাজাকে গ্লোরিফাই করার জন্য? বীভৎসতাকে গানের মধ্যে তুলে ধরে আমাদের ভিতরে একটা বিপরীত প্রতিবাদী স্বর তৈরি করেছেন তিনি। এবং এইসঙ্গে গুপি-বাঘার গানের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি যুদ্ধ কেন হয়, যুদ্ধ কেন থামে। সংগীত এবং যুদ্ধের একটা যোগ আছে। তাই যতভার যুদ্ধ ঘোষণা হয়, সংগীতও তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করে। আমরা দেখতে পাই ডিলান গান বাঁধছেন How many miles. আরও কত সভ্যতায়, আরও কত মাইল এগিয়ে গেলে একদিন মানুষকে মানুষ বলা যাবে, কামানের গর্জন থামবে "A hand rain's a-gonna fall" এর মতো গান তৈরি হয়। এবং আমরা দেখি পিট সিগার গান গাইছেন 'Where have all the flowers gone? সলিল চৌধুরী তৈরি করছেন 'পথে এবারনামো সাথী, পথেই হবে পথ চেনা' কিংবা 'আমার প্রতিবাদের ভাষা, আমার প্রতিরোধের আগুন'। এবং আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন ধরনের 'বন্দে মাতরম' তৈরি হয়। এবং বন্দে মাতরম শুধুমাত্র ওই সুললিত বন্দে মাতরম নয়, যে বন্দে মাতরমের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যায়, যে বন্দে মাতরমের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের ভিতর দেশমাতৃকার একটি রূপ ফুটে ওঠে—সেরকম একটি সাংগীতিক ভাষা তৈরি হয়। বা, আমরা কাজী নজরুলের গান শুনতে পাই 'কারার ওই লৌহকপাট', যে গান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তৈরি হয়েছিল। কিংবা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি পর্যায়ের বিভিন্ন গান, এগুলি আসলে আমাদের ভারতের মানুষকেস বিশেষত বাংলার মানুষকে উজ্জীবিত করে, তাদের ভিতরে একটি ধারণা তৈরি করে, তাদের মস্তিস্ক-কোষে বিদ্রোহের অগ্নি-সংকেত পাঠায়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উদ্দীপ্ত রেখেছিল যেসব দেশাত্মবোধক গান, সেসব গানের বাণী আর সুরে যেমন ছিল সাহসের কথা, যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনার মন্ত্র, তেমনই ছিল দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আকুতি। এসব গান সমানভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ রেখেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এবং পাশাপাশি অবরুদ্ধ জনগণকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোতে প্রেরণার উৎস হিসাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

সংগীত এবং যুদ্ধ পাশাপাশি থাকে। হয়তো আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন যুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য সংগীত আসবে না, সংগীত মানবিকতার জয়গান গাইবে যুদ্ধ ছাড়াই।

কিন্তু আপাতত যে ভারতে রয়েছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাই, সহমির্মতা স্বাভাবিকবাবে প্রকাশিত হতে পারছে না। জীবনের সঙ্গে জীবনের যুদ্ধ লেগে রয়েছে। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে রাখা হয়েছে। বিভিন্নরকমের যুদ্ধ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যুদ্ধ, সমষ্টির সঙ্গে গোষ্ঠীর যুদ্ধ, সেখানেও কিন্তু বিভিন্নভাবে সংগীত অংশগ্রহণ করছে, অবশ্যই জীবনের সপক্ষে। যুদ্ধের প্রতিবাদে গান আসলে তো জীবনের সপক্ষে গান।

এই মুহূর্তে এই ফ্যাস্টিট বারতের দিকে দিকে আমাদের প্রতিবাদ গানে গর্জন করুক।

(সৌজন্য- প্রতিনিধি)

বুধবার মধুবন (ডুকলি) স্কুলের বাই সাইকেল বিতরণ করেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। ছবি- নিজস্ব।

সোনা কাণ্ডে অভিষেকের স্ত্রী ও শালিকে রক্ষাকবচ দিল হাইকোর্ট

কলকাতা,১৯ জুন (হি.স): বিমানবন্দরে সোনা কাণ্ডে স্বস্তি পেলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নরুলা বন্দ্যোপাধ্যায় । রুজিরা ও তাঁর বোন মেনকাকে বিশেষ রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । হাইকোর্টের নির্দেশ, ৩১ জুলাই পর্যন্ত সমনের উপর পদক্ষেপ করতে পারবে না শুল্ক দফতর । কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২২ জুলাই ।

বিমানবন্দরে সোনাকাণ্ড মামলার শুনানিতে বুধবার হাইকোর্টে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে রুজিরার বোন আবেদন জানান, তাঁকে এখনও সমন পাঠায়নি কাস্টমস বা শুল্ক দফতর। যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মানেকা গম্ভীর অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা নারুলার সঙ্গে ১৫-১৬ মার্চের মাঝের রাতে বিমানবন্দরে ছিলেন। সেই কারনেই তাকে সমন পাঠাতে পারে শুল্ক দফতর। তাই তাঁকেও একটা অর্ডার দিক আদালত। মানেকার আবেদন গ্রহণ করে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ৩১ জুলাই পর্যন্ত যেমন রুজিরাকে ডাকাডাকি করতে পারবে না কাস্টমস, একই ভাবে ডাকতে পারবে না মানেকাকেও। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ জানান, রুজিরার বোন মেনকাকে এখনও নোটিশ দেয়নি শুল্ক দফতর । নোটিশ না দিলে পদক্ষেপ করা যাবে না । এর আগে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিরা শুল্ক দফতরের কাছে একাধিক প্রশ্ন তোলেন। বিচারপতিরা প্রশ্ন করেন, ১৬ মার্চ একজন যাত্রীর উপর সন্দেহ প্রকাশ করল শুল্ক দফতর, অথচ তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। সাতদিন পর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের প্রয়োজন বোধ করা হল কীসের পরিপ্রেক্ষিতে ? এত দিন সময় লাগল কেন ? ১৫ মার্চ রাতে বিদেশ থেকে ফেরার পথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নরুলার ব্যাগ তল্লাশিকে ঘিরে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এবং রাজনৈতিক কারণে অশান্তি তৈরির অভিযোগ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির তরফে পাল্টা অভিযোগ তুলে বলা হয়, বিমানবন্দর এলাকায় তাঁদের সাহায্য করতে গিয়েছিল স্থানীয় পুলিশ।

এদিন শুল্ক দফতরের আইনজীবী হাইকোর্টে বলেন, ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু হয়েছে। শুনানিও হয়েছে। শুল্ক দফতরের আইনজীবীকে হাইকোর্ট বলে, সেই মামলা যেমন হচ্ছে হোক। এটাও সমান্তরাল ভাবে চলবে। পরবর্তী শুনানি হবে ২২ জুলাই। এর মধ্যে যদি সুপ্রিম কোর্ট কিছু বলে, তাহলে সেটা হাইকোর্টকে জানানো হোক।

গত ১৫ ও ১৬ মার্চ রাতে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটেছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা ব্যাঙ্কক থেকে ফেরার সময়ে তাঁর ব্যাগ পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন শুল্ক দফতরের কর্তারা। তা নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত। শুল্ক দফতরের কর্তাদের অভিযোগ, রুজিরা তাঁর স্বামী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন। তার পরে রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী এসে শুল্ক দফতরের কাজে বাধা দেয়। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টেও জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। এবং প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ একবার বলেছিলেন, 'পশ্চিবঙ্গে গুরুতর কিছু হচ্ছে। আমাদের গভীরে গিয়ে দেখতে হবে'।

রুজিরা নরুলা একজন থাই নাগরিক। ১৫ ও ১৬ মার্চের মাঝের রাতে তিনি ব্যাঙ্কক থেকে থাই এয়ারওয়েজের বিমান কলকাতায় ফেরেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেনেকো গম্ভীর। এবং দু'জনের কাছে মোট সাতটি ব্যাগ ছিল বলে অভিযোগ। গ্রিন চ্যানেল দিয়ে যাওয়ার সময় শুল্ক দফতরের কর্তারা তাঁদের দু'টি ব্যাগ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় স্ক্যান করতে চান। এই নিয়ে তোলপাড় হয়ে যায় রাজ্য রাজনীতি। বিরোধীদের অনেকে অভিযোগ তোলে, ব্যাগে সোনা নিয়ে আসছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী। অভিষেক চ্যালেঞ্জ করে বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করার। ভোটের শেষ পর্বের প্রচারে ডায়মন্ড হারবারের সভা থেকে এ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বলেছিলেন, 'অভিষেকের স্ত্রীর ব্যাগে ছিল দুটো বালা, তাই নিয়েও মোদীর এত জ্বালা'। তার আগে মেটিয়া বুরুজের সভা থেকে বলেছিলেন, 'ওরা অভিষেককেও ছাড়ছে না। ওঁর ছোট্ট বউটাকেও ছাড়ছে না'।

উত্তরপ্রদেশ থেকে নিখোঁজ তিন নাবালিকা

মুজাফরনগর, ১৯ জুন (হি.স.) : স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় তিন নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর প্রদেশের শ্যামলি জেলার কান্ধলা শহরে। বুধবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের শ্যামলি জেলার কান্ধলা শহরে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় তিন নাবালিকা। স্টেশন হাউস অফিসার সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, তিনজন নাবালিকা সোমবার থেকে নিখোঁজ। তিনজন নাবালিকা সোমবার শ্যামলি জেলার কান্ধলা শহরের একটি খালে স্নান করতে যায়, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত তাদের কোনও খোঁজ না পেয়ে তাঁদের বাবা-মা পুলিশে খবর দেয়।সঞ্জীব কুমার আরও জানিয়েছেন, তিনজন নাবালিকার নাম, বিলাল (১৫), সাজিদ (১৪), এবং আসলেম (১৩)ঊঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়েছে। তিনজন নাবালিকার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

পটুয়াখালি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঘটনায় মৃত্যু হল এক চিনা শ্রমিকের

ঢাকা, ১৯ জুন (হি.স.):পটুয়াখালির কলাপাড়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঘটনায় মৃত্যু হল আরও এক শ্রমিকের ঊ মঙ্গলবারের এই ঘটনায় বুধবার হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে এক চিনা শ্রমিকের ঊ এই ঘটনায় আহত হন মোট আটজন ঊ আহত সাত চিনা নাগরিককে উন্নত চিকিৎসার জন্যে ঢাকা পাঠানো হয় ঊ একজন বাঙালি শ্রমিক বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ঊ আজ সকালেও গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে এখন সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পটুয়াখালির কলাপাড়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এক বাঙালি শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিনা-বাঙালি ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এই ত্রিমুখি সংঘর্ষে তিন পুলিশ সদস্য, সাত চিনা নাগরিক এবং বাঙালিসহ অসংখ্য আহত হয়েছে। মারা গেছেন জাং ইয়াং ফাং নামে এক চিনা নাগরিক। গুরুতর আহত অবস্থায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি বুধবার ভোরের দিকে মারা যান। আহত সাতজন চিনা নাগরিক এবং একজন বাঙালিসহ আটজনকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে চিনাদের উন্নত চিকিৎসার জন্যে ঢাকা পাঠানো হয়।

সংঘর্ষের পর কলাপাড়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফের সংঘাতের আশংকায় দ্রুত মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ। আজ সকালেও গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে এখন সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে সংঘর্ষের সময় ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। হামলার হাত থেকে রক্ষা পায়নি পুলিশের পিকআপ এবং মোটরসাইকেল। এ নিয়ে ওই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সকালের দিকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্রয়লারের উপর (প্রায় সাত তলার সমান উচু) থেকে পড়ে এক বাঙালি শ্রমিক সাবিন্দ্র দাসের মৃত্যু হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত চিনাদের দাবি, ঐ শ্রমিক অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তবে বাঙালি শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন, ব্রয়লারের উপর থেকে ঐ শ্রমিককে এক চিনা কর্মকর্তা লাথি দিয়ে নীচে ফেলে দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সাবিন্দ্র প্রাণ হারান।

তারা দাবি করেন, তাদের চোখের সামনেই এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নিহত শ্রমিকের লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে অন্যান্য বাঙালি শ্রমিকরা। খবর পেয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে মর্গে নিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর দিনভর চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। এর জের ধরে শেষ বিকেলে বাঙালি শ্রমিকদের সাথে চিনাদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দফায় দফায় ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এসময় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ব্যাপক তান্ডব চালায় বাঙালিরা। তারা ব্যাপক ভাঙচুর এবং মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভাঙচুরের হাত থেকে রক্ষা পায়নি পুলিশের যানবাহনও।

১৩২০ মেগাওয়াট এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করেন, এর মধ্যে দুই হাজারের বেশি চিনা শ্রমিক ও প্রকৌশলী রয়েছেন। এই ঘটনায় আজ দুপুর পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি, তবে মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন পটুয়াখালির পুলিশ। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ছুটে গেছেন ঘটনাস্থলে।

মোরাদাবাদ-আগ্রা জাতীয় সড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, মর্মান্তিক মৃত্যু ৮ জনের

সম্ভল (উত্তর প্রদেশ), ১৯ জুন (হি.স.): গভীর রাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা! উত্তর প্রদেশের সম্ভব জেলায় মোরাদাবাদ-আগ্রা জাতীয় সড়কে ডিসিএম গাড়ি এবং পিকআপ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৮ জনেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ১২ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ তাঁদের মধ্যে ১০ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ মঙ্গলবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সম্ভল জেলার লাহরাবান গ্রামের কাছে, মোরাদাবাদ-আগ্রা জাতীয় সড়কের উপরঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, পবন পাল (৮), হোরীলাল (৬৫), রাম কুমার (৬৫), হরিশঙ্কর (৫৫), রামবীর (৫০), দীনেশ চন্দ্র শর্মা (৪০), বৃজেশ (১০) এবং শের সিং (৪০)ঊ এছাড়াও আহত হয়েছেন-চন্দ্রপাল, অজয় কুমার, অমন, প্রিয়াংশু, জয়প্রকাশ, মুকেশ লাল, সোমেশ, কিশন বীর, অজয় পাল, রিঙ্কুঊ এছাড়াও আহত দু'জনের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

পুলিশ সুপার (এসপি) যমুনা প্রসাদ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে ডিসিএম গাড়িতে চেপে বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছিলেন বেশ কয়েকজন যাত্রীঊ রাতের অন্ধকারে লাহরাবান গ্রামের কাছে পিকআপ গাড়ির সঙ্গে ডিসিএম গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ জোরালো সংঘর্ষের জেরে ডিসিএম গাড়ি এবং পিকআপ গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ গভীর রাতে বিকট শব্দ শুনে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারাঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়ঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ডিসিএম গাড়ি ও পিকআপ গাড়ির ভিতর থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কমপক্ষে ২০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ তাঁদের মধ্যে ৮ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন চিকিতকরাঊ বাকি ১২ জন আপাতত হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ কী কারণে দুর্ঘটনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় ৮ জনের অকাল মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রীঊ এছাড়াও আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের চিকিতা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

হরিয়ানার রোহতকে অবসরপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেক্টরকে খুনের চেষ্টা, তদন্তে পুলিশ

চণ্ডীগড়, ১৯ জুন (হি.স.) : অজ্ঞাত পরিচয়ে আততায়ীদের গুলিতে গুরুতর জখম হরিয়ানা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেক্টর হুকুম সিং। গুলি চালিয়েই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় আততায়ীরা। এদিন চণ্ডীগড়ের আনাজ মান্ডির কাছে বাইকে করে আসা দুই বন্দুকবাজ হুকুম সিং-কে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় তারা। স্থানীয়দের তৎপরতায় হুকুম সিং-কে পিজিআইএমএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ডেপুটি পুলিশ সুপার গোরক্ষপাল জানিয়েছেন আততায়ীদের পরিচয় এখনও জানানো হয়নি। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। এর পেছনে কোনও চক্র কাজ করছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পঃবঙ্গের এই প্রথম অনাথ ও পরিতক্ত নবজাতক শিশু গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্বোধন দীঘায়

দীঘা, ২০ জুন (হি. স.) : দীঘায় নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দফতর সকল শিশুর বিশেষতঃ যারা পিছিয়ে থাকা সমাজের অন্তর্ভুক্ত তাদের সুরক্ষা প্রদানের দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ রাজ্য সরকার। এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পরিতক্ত নবজাতক শিশুদের সুরক্ষা প্রদান জন্য দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ”পালনা”(ঙ্খন্ত্রত্মনত্র ত্নখত্না ন্ত্রত্বত্রদ্মঞ্চদ্রদ্র ত্বত্রদ্রন্থত্রন) শুভ সূচনা করলেন মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম সরকারি ব্যবস্থাপনায় সরকারি পরিকাঠামোতে হাসপাতালে মধ্যে পরিতক্ত শিশুর গ্রহণ কেন্দ্র চালু হল রাজ্যের ২২ টি এসএএ পালনা এর আগে তৈরি করা হয়েছে পরিতক্ত শিশু গ্রহণ করার জন্য। কেন্দ্রের নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য নারী ও শিশু বিকাশ ও স্বাস্থ্য দফতর যৌথভাবে সকল সরকারি হাসপাতালে, বেসরকারি নার্সিংহোম, মাতৃসদন, ব্লক লেভের স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদিতে পালনা স্থাপন করে পরিতক্ত সকল শিশুকে নিরাপত্তা দিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

যে শিশুদেরকে তাদের জন্মদাতা বাবা মা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে (অতীত)সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক কারণবশত পরিতক্ত করতে চান অথচ খোলাখুলি সামনে এগিয়ে এসে সরকারি প্রথা অনুসারে প্রদান করতে অপারগ তারাই এই ব্যবস্থায় নিজের পরিচয় গোপন রেখে শিশুকে দিয়ে যেতে পারেন। সরকারি সকল নিয়মকানুন মেনেই ওই সমস্ত শিশুদেরকে যারা দত্তক নিতে ইচ্ছুক তারাই পালন করতে পারবে। মন্ত্রী ছাড়াও এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাস, সংঘমিত্রা ঘোষ সচিব নারী ও শিশু বিকাশ সমাজ কল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পার্থ ঘোষ জেলাশাসক পূর্ব মেদিনীপুর, শম্পা মহাপাত্র রামনগর-১ ব্লকের সভাপতি, দীঘা রাজ্য সাধারন হাসপাতালে সুপার বিষ্ণুপদ বাগ প্রমূখ।

প্রকাশ্যে চরিত্রহীন ২-এর ট্রেলার

কলকাতা, ১৯ জুন (হি.স.) : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চরিত্রহীন'-এর অবলম্বনেই তৈরি হয়েছিল চরিত্রহীন ওয়েব সিরিজ। আরও একবার আসতে চলেছে চরিত্রহীনের সিকুয়াল ঊমুক্তি পেল দেবালয় চক্রবর্তীর পরিচালনায় চরিত্রহীন ২-এর ট্রেলার ঊ গতবছর ওয়েবসিরিজ ”চরিত্রহীন”-এর সাফল্যের পর আরও একবার ডিজিট্যাল মাধ্যম ”হইচই”-এ আসতে চলেছে চরিত্রহীন-২। ”চরিত্রহীন”-এর প্রথম ভাগে সম্পর্কের টানাপোড়েন, উদ্দাম যৌনতা, বিয়ে, বিচ্ছেদ সবকিছুকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন পরিচালক দেবালয়। পাশাপাশি দেবালয় ভট্টাচার্যের এই ওয়েব সিরিজ পুরনো ধ্যান ধারণা ভেঙে বাংলার সিনেমাপ্রেমীদের এক অন্য স্বাদ এনে দিয়েছিল বলেও মনে করেন অনেকে। তবে চরিত্রহীন ২-

ছয়ের পাতায়

'বখাটেতন্ত্রের' পশ্চিমবঙ্গে রূপোলী রেখা দেখালেন ঊষসী, মন্তব্য করেন প্রাক্তন উপাচার্যের

কলকাতা, ১৮ জুন (হি. স.) 'বখাটেতন্ত্রের' পশ্চিমবঙ্গে রূপোলী রেখা দেখালেন ঊষসী সেনগুপ্ত। বুধবার এই মন্তব্য করেন প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এ কথা জানিয়ে তিনি তিনটি প্রশ্ন রেখেছেন প্রশাসনের কাছেঊ

অচিন্ত্যবাবু জানিয়েছেন, "পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা কোথায় নেমেছে এটা তার উদাহরণ। এই ঘটনায় তিনটি প্রশ্ন উঠছে। ১. কলকাতায় একলা মহিলার পক্ষে অ্যাপ ক্যাবে যাত্রা নিরাপদ নয় ? চালককে আক্রমণ, যাত্রীকে গালাগাল দেওয়া, সবই লক্ষ্মী ছেলেদের পক্ষে অপরাধ নয় ? ময়দান থানার পুলিশ তো নিষ্ক্রিয় ছিল। ২. হেলমেট না পরে রাত্রিতে দুরন্ত গতিতে বাইরে চালানো একটা রীতি মত ভয়ঙ্কর কাণ্ড, কলকাতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এইসব দামাল তাজা 'বখাটে' তরুণ দলের দাপাদাপি বন্ধ হবে? হবার সম্ভাবনা আদৌ আছে কি? ৩. অত্যাচারিত মহিলার সামাজিক পরিচিতি আছে। তিনি প্রাক্তন ভারত সুন্দরী। তাঁর বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে এই বীরপুঙ্গবরা। ভদ্র মহিলা সাহসিনী, জেদী না হলে, চারুমার্কেট থানা কর্তৃপক্ষ তাঁর অভিযোগ গ্রহণ আর ব্যবস্থাই নিতেন না। সাধারণ মহিলাদের কি অবস্থা হত ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।

আর একটা কথা, অপরাধীদের নাম জানার পরও এই প্রবণতা যে একটি বিশেষ সাম্প্রদায়ের কাজ, বলা যাবে না। হেলমেটহীন বাইক শুধু স্কালক্যাপ পরে কারা চালায়, জানলেও না বলাই ভদ্রতা! ঊষসী সেনগুপ্তকে কৃতজ্ঞতা, তিনি রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সাহস দেখিয়েছেন।'

খেজুরি তে মধুচক্রের ব্যবসা গাছের দড়ি বেঁধে ধোলায় এক গৃহবধূকে

খেজুরি, ২০জুন (হি.স): বেশ কিছুদিন ধরে গ্রামের বাড়িতেই মধুচক্র চালানোর অভিযোগে পূর্ব মেদিনীপুর খেজুরির হেঁড়িয়ার কৃষ্ণনগরে এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে চড়াও হল গ্রামবাসীরা। বাড়ি থেকে এক মহিলাকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে তাঁকে গাছে বেঁধে চলতে থাকে গণধোলাই। গ্রামবাসীরা মহিলাকে গাছে বেঁধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কৃষ্ণনগর গ্রামের বাসিন্দা মঙ্গল মাইতির বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে মধুচক্রের ব্যবসা চালাছিল। ওই ব্যক্তি এলাকায় তৃণমূলের হোমরা চোমরা পরিচয়ে দাপটের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল বলে দাবী এলাকাবাসীর। গতকাল এক মহিলা এই মধুচক্রের আসরের প্রতিবাদ করায় তাঁকে বেধড়ক মারধর করে অভিযুক্ত মঙ্গল। এর জেরে মহিলা গুরুতর জখম হন। বেশ কিছু সময় ওই মহিলার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে মহিলাটি তমলুক জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলে জানা গেছে। এরপরেই বুধবার গ্রামবাসীরা চূড়ান্ত ক্ষেপে যান। এদিন গ্রামের মহিলা ও পুরুষরা ওই ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে এক মহিলাকে পাকড়াও করে। তবে তিনি অভিযুক্তের স্ত্রী নয় বলেই দাবী এলাকাবাসীর। ওই মহিলাকে গ্রামবাসীরা টেনে এনে রাস্তার পাশের একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখেন। চলে মারধরও। তবে ঘটনাটি আঁচ করতে পেরেই এলাকা ছাড়া মঙ্গল মাইতি। পরে খবর পেয়ে হেড়িয়া পুলিশ ফাঁড়িতে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় তৃণমূলের তরফে এখনও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। ধৃত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনার সত্যতা খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে। সেই সঙ্গে মঙ্গলকে ধরতে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

জম্মুতে বন্দুক সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি

জম্মু, ১৯ জুন (হি.স.) : দেশি পিস্তল ও গুলি সহ মঙ্গলবার রাতে বছর ৩০-এর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম নিখিল কুমার। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জম্মুর কুঞ্জওয়ানি এলাকায়।

গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে জম্মুর কুঞ্জওয়ানি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল পুলিশ। এমন সময় জম্মুর কুঞ্জওয়ানিতে একটি বাইকে ধাওয়া করে আটক করে পুলিশ। বাইক চালক নিখিল কুমারের কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল এবং কয়েক রাউন্ড গুলিও বাজেয়াপ্ত করে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় মোটরবাইকটিকে। পুলিশের

ছয়ের পাতায়

প্রত্যেকের বিশ্বাস অর্জন করে, সবাইকে একসঙ্গে নিয়েই কাজ করব : বার্তা স্পিকার ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.): প্রত্যেকের বিশ্বাস অর্জন করে, সবাইকে একসঙ্গে নিয়েই কাজ করবঊ সপ্তদশ লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন ওম প্রকাশ বিড়লাঊ বুধবার সকালেই সর্বসম্মতিক্রমে সপ্তদশ লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন রাজস্থানের কোটার বিজেপি সাংসদ ওম বিড়লাঊ স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার

ছয়ের পাতায়

বুধবার ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

যেভাবে ভেড়া পালনে লাভবান হবেন

ভেড়া ও ছাগল পালনের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই। তবে ছাগল পালনের চেয়ে ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা সহজ। নিম্নে আমাদের দেশে ভেড়া পালনকারী মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার আলোকে ভেড়া পালনের সাধারণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হল।
ভেড়ার বাসস্থান ঃ প্রত্যেক জীবনের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চালিদা হল একটি আরামদায়ক বাসস্থান। আমাদের দেশে যেসব কারণে ভেড়ার মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল বাসস্থান না থাকা বা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। ভেড়ার রাখার জন্য অধিকাংশই কৃষকেরই ভাল ঘর নেই। তাছাড়া ২০/৩০ টির বেশি ভেড়া আছে এমন খামারিদের ভেড়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিকভাবে পালিত ভেড়া রাখা হয় কৃষকের ঘরের মাচা বা চৌকির নিচে বা ঘরের পাশে ছোট্ট একটি চালা বেঁধে তারমধ্যে যেখানে আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ কম। কিন্তুসামান্য খরচ করেই ভেড়া রাখার জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত বাস্থান তৈরি করা যায়। ছাগল বা ভেড়া বাসস্থান তৈরির সময় একটি বিষয় খেয়াল রাখা খুব জরুরি। ভেড়ারঅন্যান্য রোমন্থক প্রাণীর মতো চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট আঁশ জাতীয় খাদ্য, লতাপাতা প্রভৃতি সহজেই সাধারণ শর্করাতে পরিণত করতে পারে। এছাড়া ভেড়া অস্বাভাবিক এবং প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই শুকনো খড় এবং খড় জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভেড়ার চরে খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তাছাড়া বর্তমান সময়েও আবদ্ধ পদ্ধতিতে ভেড়া পালন একটি বিরল ঘটনা। গরু, ছাগল এবং পোলট্রি আবদ্ধ পদ্ধতিতেও পালন করা হয় এবং এজন্য তাদের দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। যেহেতু চরে খেয়ে প্রয়োজনীয় পুষিট প্রাপ্তি ঘটে না তাই বয়স ভেদে নিম্নোক্ত মিশ্রণের দানাদার প্রতিদিন ২০০-৩০০ গ্রাম হারে খাওয়ানো যেতে পারে।
বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক ভেড়ার জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণে নমুনা ক্রমিক নং খাদ্য উপাদান কেজি
বাচ্চা বাড়ন্ত ভেড়া বয়স্ক ভেড়া বয়স্ক ভেড়া চাল গম ভুট্টা ভাংগা ৩০.১৫ বিভিন্ন ধরনের ডালের ক্ষুদ্র ৫ ৩। গমের ভূষি/ চালের কুড়া ২৯.৪৫ ৫০
৪. ডালের ভূষি/ খোসা ৫ ১৫ ১৫ ৫। খৈল ২৫ ২০ ২০
৬। প্রোটিন কনসেন্ট্রট ২৫ ১১ ৭ ডিসিপি
৮। লবণ ১ ১৫ ১৫ ৯। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ০.৫ ০.৫
মোট ১০০ ১০০ ১০০
রোগ বালাই ভেড়ার রোগ বালাই তেমন হয় না। তবে এন্টরোটক্সিমিয়া আমাশায়, ধনুষ্টংকার, ক্ষু ধা, একথাইমা, পিপিআর, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি রোধ হতে পারে। ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেসবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যকরণীয় বিষয় হয় নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা। গোলকৃমি, ফিতাকৃমি, কলিজাকৃমি, ভেড়াকে আক্রমণ করে। প্রতি ২/৩ মাস পরপর ভেড়াকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে ভেড়াকে নিয়মিত শেয়ারিং করা বা পশম কাটা হয় না। তাই শরীরে বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের বহিঃপরজীবী বাসকরে এবং বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ হয়। এজন্য বছরে অন্তত দু'বার ভেড়ার পশম কাটতে হবে এবং স্নান করাতে হবে তাহলে উকুন, আঠালি, টিক ইত্যাদির প্রকোপ কম হবে। নিয়মিত পিপিআর টিকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া ভেড়ার বাচ্চাকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।
বেড়ার প্রজনন
অন্যান্য দলবদ্ধ প্রাণীর মতোই ভেড়ার প্রজনন। ভেড়াকে বলা হয় সিজনাল ব্রিডার যদিও কিছু কিছু ভেড়া সারা বছর ধরে প্রজনন হয়। ভেড়া সাধারণতঃ ৬-৮ মাসে প্রজনন উপযোগী হয় এবং পুরুষ ভেড়া ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। তবে জাত ভেদে এই বয়সের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন ফিনশিপ জাতের ভেড়ি ৩-৪ মাস বয়সে এবং মেরিনো ভেড়ি কোন কোন সময় ১৮-২০ মাস বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভেড়ার ঋতুচক্র ১৭ দিন পর পর আবর্তিত হয়। গর্ভকাল ৫ মাস। ১০-১২ টি ভেড়ির জন্য একটি প্রজননক্ষম পাঠাই যথেষ্ট। ভেড়া পালনের উপযোগীতাপৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভেড়া পালন করা হয় প্রধানত মাংস এবং উলের জন্য। আমাদের দেশে কোন উপযোগিতা অনুসরণ করে ভেড়া পালন করা হয় না। সমাজের নিরুপায় কর্মহীন কিছু মানুষ জীবন জীবিকার জন্য ভেড়া পালন করে। তবে বিক্রয় করা হয় মাংসের জন্য। অস্ট্রেলিয়া কানাডা, নিউজিল্যান্ড সহ পৃথিবীর কিছু উন্নত দেশে মাংসের চেয়ে উল উৎপাদন ভেড়া পালনের প্রধান উদ্দেশ্য।
ভেড়া পালনের সুবিধা
১) ভেড়া ছোট নিরীহ প্রাণী। এদের খাদ্য খরচ কম রাখার জন্য অল্প জায়গা দরকার হয় এবং প্রাথমিক বিনিয়োগ কম বলে শুধুমাত্র বসত বাড়ি আছে এমন কৃষক অনায়াসে ৫-১০ ভেড়া পালন করতে পারেন। যে কোন প্রাণী প্রতিপালনের চেয়ে ভেড়া পালনে উৎপাদন খরচ কম। ২) ভেড়া সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে তাই কেউ যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেড়া পালন করতে চায় সেক্ষেত্রে একজন লোক সহজেই ১০০-১৫০ ভেড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ৩) ভেড়ার অভিযোজন ক্ষমতা ছাগলের চেয়ে বেশি তাই যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ায়ে চলতে পারে। ৪) ভেড়া প্রধানতঃ বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতি প্রসবে অনুন্য ২ টি বাচ্চা দেয় এ কারণে কম বয়সে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হ। ৫) ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। ৬) ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি ৬) ভেড়া পালন করে থেকে শুধু মাংসই পাওয়া যায় না; ভেড়া থেকে পাওয়া যায় উন্নতমানের গরম কাপড় তৈরির জন্য পশম এবং চামড়া ৭) ভেড়ার মাংস তুলনামূলকভাবে নরম, রসালো ও গন্ধহীন এবং মাংসের আঁচ চিকন বলে সহজপ্রাচ্য।

আউস ধানের আবাদ বৃদ্ধিতে করণীয়

আউস একটি আদি ধান। আশু শব্দ পরিবর্তিত হয়ে আউশ হয়েছে যার অর্থআগাম। আশি থেকে ১২০ দিনের ভেতর এ ধান ঘরে তোলা যায়। দ্রুত আশু ফসল উৎপন্ন হওয়ার বিচারে এই ধানের এমন নামকরণ হয়েছে। খনার বচনে আছে আউশ ধানের চাষ, লাগে তিন মাস, কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলে হেথায় আছি অর্থাৎ আউশ ধান চাষে তিন মাস লাগে, ফাঁক ফাঁক করে লাগানো গোছা মোটা হয় এবং ফলনও বেশি হয়। আরও সহজ কথায় আউশে আমন বোরোর মতো যত্ন নিলে ফলন কোনো অংশেই কম নয়। আউশের জীবনকাল কম এবং জল সাশ্রয়ী। কথায় আছে জ্যৈষ্ঠেখরা ধানের ভরা। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে একটু বৃষ্টি পেলেই আউশের জমি সবুজ ধনে ভরে যায়। এজন্য আউশ আবাদে বৃষ্টি ছাড়া অতিরিক্ত জলের দরকারহয় না। সার দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও কম। কোনো কোনো আউশ ধান নিজে থেকেই আগাছা দমন করার যোগ্যতা রাখে।
আউশের প্রকারভেদ ঃ দু'রকমের আউশ হয়। যথা বোনা ও রোপা আউশ। বোনা আউশ চৈত্রের শুরু থেকে বৈশাখের মধ্যে (মার্চের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত) এবং রোপা আউশ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মে -র প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে) জমি তৈরি ও বীজ বপনের কাজ করতে হবে। বপন সময়ের কাজ করতে হবে। বপন সময়ের তারতম্যের জন্য আউশ ধানের ফলনে তেমন পার্থক্য হয় না। কিন্তু দেরি করে ধান বপন করা হলে একই জমিতে রোপা আমন লাগাতে দেরি হয়ে যায়। ফলে আমন ধানের ফলন অনেক কমে যায়। এ ধানের ভালো ফলন পেতে হলে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। বোনা আউশ ধান চৈত্র বৈশাখে বুনে আষাঢ় শ্রাবণে কাটা যায়। বোনা আউশ ধান চৈত্র বৈশাখে বুনে আষাঢ় শ্রাবণে কাটা যায়। বোনা আউশ সাধারণত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে ৯০-১০০দিনে জন্মে। বোনা আউশ রোপা আউশের চেয়েও আগাম। উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি বন্যামুক্ত। কিন্তু মাঝারি নিম্ন জমি বন্যা কবলিত হতে পারে তাই উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি আউশ আবাদের জন্য নির্বাচন করা ভালো। রোপা আউশ বন্যামুক্ত মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিম্ন জমিতে জন্মে যা আংশিক সেচনির্ভর। ফলে ওই জমিতে আউশ ধান কাটার পরপরই আমন রোপণ করা হয়।
বীজ বপন: বোনা আউশের বীজ তিনভাবে বপন করা যায়, ছিটিয়ে— এতে শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন ভালো বীজ হেক্টরপ্রতি ৭০-৮০ কেজি হারে বুনে দিতে হবে, এরপর হাল্কাভাবে একটা চাষ ও মই দিয়ে মাটি সমান করতে হবে। সারি করে — এতে ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৪-৫ সেমি গভীর করে সারি তৈরি করতে হবে এবং হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ কেজি হারে বীজ বপন করতে হবে। এবার মই দিয়ে মাটি সমান করতে হবে। ডিবলিং পদ্ধতিতে এতে বাঁশ বাকাঠের দণ্ড দিয়ে ২০ সেন্টিমিটার পর পর মাটিতে গর্ত করে গর্ত প্রতি ৩ টি করে বীজ বপন করে মই দিয়ে মাটি সমান করে দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে বীজের হার হলো হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি।
চারা রোপণ:
রোপা আউশে বীজতলায় বীজ বপনের সময় হলো ১৫ চৈত্র ৫ বৈশাখ (৩০ মার্চ -১৫ এপ্রিল) এবং চারা রোপণের সময় ৫-৩০ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল ১০ মে)। চারার বয়স হতে হবে ২০-২৫ দিন। চারার রোপণ দূরত্ব সারি থেকে সারি ২০ সেমি এবং চারা থেকে চারা ১৫ সেমি।
সার প্রয়োগ ঃ জমি তৈরির শেষ চাষের সময় শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২১০ গ্রাম টি এসপি ও ৩৩০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টিবহুল বোনা আউশ এলাকায় ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভালো। প্রথম কিস্তি শেষ চারের সময় এবং দ্বিতীয় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর। রোপা আউশে চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ শেষ করতে হবে। জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শতাংশ প্রতি ১৩৫ গ্রাম জিপসাম ও ২০ জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।
আগাছা দমন ঃ বোনা আউশ ধানে আগাছার খুবই উপদ্রব হয়। সময়মতো আগাছা দমন না করলে শতকরা ৮০-১০০ ভাগ ফলন কমে যায়। সাধারণত হাত দিয়ে নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে আগাছা দমন করা যায়। হাত দিয়ে আগাছা নিড়ানো কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য। এক্ষেত্রে বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথমবার এবং ৩৪-৪০ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা পরিস্কার করতে হয়। সারি করে বপন বা রোপণ নাকরলে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না। আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে আগাছ দমন করা সহজও সাশ্রয়ী। এক্ষেত্রে বোনা আউশের জন্য প্রিইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে পেনডামিথাইলিন, অক্সাডায়াজিল এবং অক্সাডায়াজন গ্রুপের যে কোনো আগাছানাশক বপনের ২/৩ দিনের মধ্যে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে জমি ভেজা থাকলেও কোনো দাঁড়ানো জল রাখা যাবে না। রোপা আউশ ধানের ক্ষেত্রে প্রি ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে বেনসালফিউরান মিথাইল- এসিটাফ্লোর, মেফেনেসেট বেনসালফিউরান, মিথাইল সালফেনট্রাজেন ইত্যাদি গ্রুপের আগাছা নাশক রোপণের তিনদিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।
পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ঃ
নিবিড় চাষাবাদ ও আবহাওয়াজনিত কারণে আউশে পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব ও আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। ফলে ক্ষতিকর পোকা দমন এবং ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বাড়বে। আউশে মুখ্য পোকাদুলো হলো মাজরা পোকা, পাত্ত মোড়ানো পোকা, লেদা পোকা, ঘাস ফড়িং, সবুজ শুঁড় , লেদা পোকা, ঘোড়া পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামি গাছ ফড়িং, সাদা পিঠ গাছ ফড়িং, ছাতরা পোকা, গান্ধি পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা ইত্যাদি। পোকার ক্ষতির মাত্রা পোকার প্রজাতি, পোকার সংখ্যা, এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ জমি বা তার আশপাশের অবস্থা, ধানের জাত, ধানগাছের বয়স, উপকারি পরভোজী ও পরজীবী পোকামাকড়ের সংখ্যা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। ধান ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক পোকা দেখা গেলে এর সঙ্গে বন্ধু পোকা, যেমরক্ষ মাকড়সা লেডি বার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল সহ অনেক পরজীবী ও পরভোজী পোকামাকড় কি পরিমাণে আছে তা দেখতে হবে এবং শুধু প্রয়োজনে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। প্রধান প্রধান ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ দমন করলে বোরো, আউশ এবং রোপা আমন মৌসুমে যথাক্রমে শতকরা ১৩, ২৪ এবং ১৮ ভাগ ফলন বেশি হতে পারে।
রোগ ব্যবস্থাপনা ঃ আউশ মৌসুমে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া টুংরো ও বাকানি রোগ। খোলপোড়া রোগ দমনের জন্য পটাশ সার সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে এক ভাগ জমি তৈরির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ শেষ কিস্তি ইউরিয়া সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে ভেজা ও অনুসরণ করতে হবে। রোগ দমনে ফলিকুর, নেটিভো, স্কোর ইত্যাদি ছত্রাকনাশক যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া ও লালচে রেখা রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার জলে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। থোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা গিয়ে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি গাছে টুংরো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে পুঁতে ফেলতে হবে। রোগের বাহক পোকার উপস্থিতি থাকলে, হাতজালের সাহায্যে অথবা আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে সবুজ পাতা ফড়িং মেরে ফেলতে হবে। হাতজালের প্রতি টানে যদি একটি সবুজ পাতা ফড়িং পাওয়াযায় তাহলে বীজতলায় বা জমিতে কীটনাশক, যেমন মিপসিন, সেভিন অথবা ম্যালাথিয়ন অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়েগা করতে হবে। বাকানি রোগ দমনের জন্য অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউপি বা নোইন দ্বারা বীজ অথবা চারা শোধন করা (১ লিটার জলে ৩ গ্রাম অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউপি বা নোইন মিশিয়ে তাতে ধানের বীজ অথবা চারা ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা)। আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।
ফসল কাটা, মাড়াও ও সংরক্ষণ ঃ শীষে ধান পেতে গেলেই ফসল কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শীষ ভেঙে যায়, শীষকাটা লেদাপোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। তাই মাঠে গিয়ে ফসল পাকা পরীক্ষা করতে হবে। শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং শীষের নীচের অংশে শতকরা ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। এ সময় ফসল কেটে মাঠেই বা উঠানো এনে মাড়াই করতে হবে। তাড়াতাড়ি মাড়াইয়ের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। ধান মাড়াই করার জন্য পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিন। কাঁচা খলায় সরাসরি ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে নেয়া উচিত। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রং উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াই করার পর অন্তত ৪-৫ বার রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে শুকানোর পর ঝেড়ে নিয়ে গোলাজাত করুন।

স্যাটেলাইটের ১৩ তথ্য

ভারত দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট জিস্যাট-৯ এর সফল উৎক্ষেপণ করেছে গত শুক্রবার। অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ওই দিন বিকেলে উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়।
এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকে ভারতের আঞ্চলিক শক্তি ওপ্রভাবের প্রদর্শন হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এইস্যাটেলাইটের নামকরণ করা হয় সার্ক স্যাটেলাইট। তবে পাকিস্তান এই প্রকল্পে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এবং বিরাট এই প্রকল্পে আফগানিস্তানের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছা সম্ভব না হওয়ার পর এর নাম পরিবর্তন করা হয়। দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট সম্পর্কে ১৩ টি তথ্যনিচে তুলে ধরা হলো:
১. জিস্যাট-৯ থেকে পাওয়া তথ্য নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভাগাভাগি করা হবে।
২. অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে ওই কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অন্তত একটি করে ট্রান্সপন্ডার থাকবে। এতে করে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।
৩. ১২ বছর মেয়াদকালে এইস্যাটেলাইট থেকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো আর্থিক মানদণ্ডে আনুমানিক ১০ হাজার কোটিরুপির সুবিধা পাবে।
৪. ওই স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে নিজেদের দায়িত্বে স্থল অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। তবে এই অবকাঠামো নির্মাণে ভারত সহায়কা করবে।
৫. এই স্যাটেলাইট অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে হটলাইন সুবিধাদেবে।
এছাড়া ভূমিকম্প, সাইক্লোন, বন্যা এবং সুনামি প্রবণ এই অঞ্চলে দুর্যোগের সময় তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে।
৬. দুই হাজার ২৩০ কেজি ওজনের এই স্যাটেলাইটটি তিন বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে। এটি পুরোপুরি একটি যোগাযোগ স্যাটেলাইট। এতে ব্যয় হয়েছে ২৩৫ কোটি রুপি। এই স্যাটেলাইট মিশনের মেয়াদ ১২ বছরের বেশি।
৭. ৫০ মিটার দীর্ঘ ও প্রায় ৪১২ টন ওজনের একটি রকেট এই দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করে।
৮. ২০১৪ সালের ৩০ জুন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে (আইএসআরও) একটি স্যাটেলাইট তৈরির প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি; যে স্যাটেলাইটটি প্রতিবেশীদের জন্য উৎসর্গ করা হবে 'উপহার' হিসেবে।
৯. নিজেদেরই মহাকাশ কর্মসূচি রয়েছে উল্লেখ করে প্রস্তাবিত সার্ক স্যাটেলাইটে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের ২২ জুনের সভায় মোদির ওই প্রচেষ্টাটি ধাক্কা খায়।
১০. এই কর্মসূচির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, 'দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট'। এই কর্মসূচিতে পাকিস্তানের ভেটো দেওয়ার অনুমোদন দেওয়াহয়নি।
১১. ভারতের প্রতিবেশী তিনটি দেশের এরই মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যোগাযোগ স্যাটেলাইট রয়েছে। দেশ তিনটি হলো পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। চলতি বছরের শেষের দিকে বাংলদেশ প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে।
১২. বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই স্যাটেলাইটের আওতায় না থাকায় 'পাকিস্তান একটি সুযোগ হারাল', কারণ দেশটির নিজেদের মহাকাশ কর্মসূচি ভারতের তুলনায় নিতান্তই প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। যদিও ভারতের চেয়ে পাঁচ বছর আগে ইসলামাবাদ তার প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ করে এবং পাকিস্তানের স্পেস অ্যান্ড আপার অ্যাটমোসফেয়ার রিসার্চ কমিশন ভারতের আইএসআরও থেকে অনেক আগে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
১৩. প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর চীনেরক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় ভারত দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করে।

কিডন্যাপ"-এ নজর কাড়লেন রুক্মিনী, তবে ছবি জমল কি?

শুরুটা বেশ। মানবপাচার, বছর একুশের নিখোঁজ যুবতী, অসহায় বাবা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে হিউম্যান ট্রাফিকিং অর্থাত মানবপাচার চক্রের কর্মকাণ্ডের ঝলক মিলল। সাংবাদিক মেঘনার সঙ্গে দেবের বন্ধুত্ব, মাখোমাখো প্রেম-রোম্যান্সে জমজমাট বিনোদনের মোড়কে টানটান "কিডন্যাপ"-এর চিত্রনাট্য। রোমাঞ্চ আছে বইকী, তবে তার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ছবির দ্বিতীয়ার্ধ অবধি।
"মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, গত দু"মাস হয়েছে আমার মেয়ে নিখোঁজ." এই মর্মে শুরু হয়েছে ছবির গল্প। মেয়ের সন্ধান পাওয়ার আশায় অসহায় বাবা চিঠি লিখছেন প্রশাসনকে। জুতোর শুকতলা খুঁইয়েও মেলেনি মেয়ের খোঁজ। ভালবাসার মানুষের ফাঁদে পা রেখে পাচার হয়ে গিয়েছে দুবাইয়ে। ট্রেলারেই মিলেছিল নারী পাচারের আভাস। সেই মেয়ের সন্ধানে দুবাইয়ে পা রাখা মেঘনা অর্থাত রুক্মিণীও সেই জালে জড়িয়ে পড়ে। কাহিনি যত গড়িয়েছে খুলেছে রহস্যের জট। ঠুঁটো-জগন্নাথের মতো পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ভাবাবে এই ছবি। তবে, দ্বিতীয়ার্ধের পর গল্পে রয়েছে চমক। দেশ-বিদেশে নারীপাচার নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে একদল। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে এই পাচারচক্র সক্রিয়। দিনের পর দিন অপহৃত হচ্ছে মেয়েরা। কিন্তু তাদের ধারে কাছে যাওয়া তো দূর, পাওয়া যাচ্ছে না টিকিটিও! যে করেই হোক পর্দাফাঁস করতেই হবে কে বা কারা, কোথা থেকে এই পাচারচক্র চালাচ্ছে। সাংবাদিক মেঘনার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে ময়দানে নেমে পড়েন দেব। নিজের কাঁধে সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেয় দেব।
অপহৃত হওয়া মেয়েটির বাবাকে আশ্বাসবাণী দেয়, "যে করেই হোক আপনার মেয়েকে খুঁজে বের করবই আমি"। বেশ কিছু অ্যাকশন সিক্যোয়েন্সে নজর কেড়েছেন দেব। রুক্মিণীর অভিনয়ও বেশ প্রশংসনীয়। আগের ছবির তুলনায় "কিডন্যাপ"-এ অভিনেত্রী হিসেবে অনেকটাই পরিণত তিনি। উল্লেখ্য, এই ছবিতে দেব কিন্তু নিজের নামই ব্যবহার করেছেন।দেব-রুক্মিনী ছাড়াও "কিডন্যাপ"-এ অভিনয় করেছেন শ্রীপর্ণা সেন, প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দন সেন। অপহৃতা মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীপর্ণা। তবে, খুব বেশিক্ষণের স্ক্রিন প্রেজেন্স না থাকলেও বাবার ভূমিকায় নজর কেড়েছে চন্দন সেনের অভিনয়। তবে, ছবির শুরুটা জমিয়ে হলেও দেব-রুক্মিনীর রোম্যান্স দেখাতে গিয়ে কোথায় যেন মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে তাল কেটে গেল। সেই রোমাঞ্চের স্বাদ পাওয়া গেল দ্বিতীয়ার্ধে। তবে, ইদের মরশুমে সপ্তাহান্তে দেখে আসাই যায় "কিডন্যাপ"।

আদর্শ পুরুষ" হয়ে কামব্যাক সলমনের

সুলয়া সিংহ: নিউ ইয়র্ক, সুলতান, টাইগার জিন্দা হ্যায়-র মতো বক্স অফিসে ঝড় তোলা সমস্ত ছবি রয়েছে আলি আব্বাস জাফরের ঝুলিতে। তাই আরও একবার সলমন খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে বড়পর্দায় ভাল কিছু তুলে ধরবেন, এমন আশাতেই বুক বেঁধেছিলেন দর্শকরা। আর ইদে তিনি যে "ইদি" দিলেন তা পেয়ে খুশিই হবেন সলমন ভক্তরা। সাম্প্রতিক অতীতে বজরঙ্গি ভাইজান-এর পর এটাই সলমনের কামব্যাক ছবি বলা যেতে পারে। টিউবলাইট এবং রেস থ্রি"র হতাশা থেকে দাবাং খানকে বের করে নিয়ে এলেন আলি আব্বাস।
দেশভাগের কাহিনি, স্বজন হারানোর যন্ত্রণা, হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই, ছবিতে বরাবরই এই বিষয়গুলি "খায়" দর্শকরা। আর "ভারত"কে আগাগোড়া সেই আবেগেই মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাচ-গান-রঙিন যৌবন, হাসি-ঠাট্টার মাঝেও বারবার ঘুরেফিরে এসেছে স্টেশন মাস্টার বাবাকে সলমনের হারিয়ে ফেলার কষ্ট। আদর্শ ছেলে, আদর্শ দাদা, আদর্শ বন্ধু, সর্বোপরি আদর্শ মানুষ "ভারত"।
চরিত্রের নাম যখন দেশের নামে, তখন এই সব দায়িত্বই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সলমনের কাঁধে। চিত্রনাট্যও লেখা হয়েছে সেভাবেই। গল্পের পরতে পরতে যেখানে একজন মানুষকে ছাপিয়ে "ভারত" হয়ে উঠেছে গোটা দেশের প্রতিচ্ছবি। তাই তো সে নিজের নামের সঙ্গে কোনও পদবিও ব্যবহার করে না। এক কথায়, এছবিতেও "লার্জার দ্যান লাইফ" সলমন খান। ঠিক যেভাবে তাঁকে দেখতে অভ্যস্ত তাঁর ভক্তরা। তবে গল্পের প্রবাহে বাস্তবতার ছোঁয়া লাগিয়ে বিষয়টিকে মানানসই করে তোলার অনেকটাই চেষ্টা করেছেন পরিচালক।
১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় লাহোর থেকে ট্রেনে চেপে ভারতে চলে আসতে হয় ছোট্ট ভারত ও তার পরিবারকে। মা, এক ভাই ও এক বোনকে সঙ্গে নিয়ে এলেও বাবা ও আরেক বোনকে ভিড়ে মিশে যেতে দেখেছিল "ভারত"। ট্রেন ছাড়ার আগে বাবাকে কথা দিয়েছিল পরিবারের খেয়াল রাখবে। আর ৭০টা বসন্ত কাটিয়েও বাবাকে দেওয়া কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে সে। এমনকী, পরিবারের দেখভালে যাতে এটুকু গাফিলতি না হয়, তার জন্য ভালবেসেও বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিতে পিছুপা হয়নি। এ ছবিতে ভারত এমন একটি চরিত্র যে জীবনে কখনও কোনও ভুল কাজ করেনি। করতে গেলেও মুহূর্তে তা শুধরে নিয়েছে। যাই হোক, ভারতে এসেই সংসার চালাতে অর্থ উপার্জনে মন দিতে হয় খুদে "ভারত"কে। কখনও সার্কাসের মঞ্চে তো তেলের খনিতে, আবার কখনও মালবাহী জাহাজে, সর্বত্রই নিজের কীর্তির বিচ্ছুরণ ঘটায় "ভারত"।

শ্রম কমিশনারের সাথে শ্রমিক স্বার্থ বিষয়ে বুধবার আগরতলায় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

দেড়'শ দিনে ৪৬৩ পাতা প্রতিবিম্ব লিখন, ভারত রেকর্ড গড়ল বুদবুদের ব্যাবসায়ী ভেলজী প্যাটেল

দুর্গাপুর, ১৯ জুন (হি. স.) : প্রতিবিম্ব লিখন। উল্টো দিক থেকে লেখা। দু-এক লাইন বা দু এক পাতা নয়। একটানা প্রায় সাড়ে ৪৬৩ পাতা লেখা। আর ওই লেখাতেই ভারত রেকর্ড গড়ল পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদের ব্যাবসায়ী। ২০১৯ সালের ভারত রেকর্ড বই নাম তুলে নজির গড়েছেন ওই ব্যাবসায়ী। আর তাতেই খুশী পরিবার থেকে এলাকার ব্যাবসায়ী মহল।

ভেলজী প্যাটল। বুদবুদ ডাকবাংলো এলাকার বাসিন্দা। পেশায় ব্যাবসায়ী। পড়াশোনা সপ্তম পাশ। তার মধ্যেও লেখার ওপর ঝোঁক ছোটো থেকে। সোজা দিকে সবাই লেখে। উল্টো দিক থেকে লেখাটা সত্যিই কঠিন।

মনের আদম্য ইচ্ছাশক্তিতেই উল্টো দিক থেকে লিখে ভারতবর্ষে নজির সৃষ্টি করেছেন। ৪৬৩ পাতার "রামচরিত মানস" কাব্য গ্রন্থটি খাতায় কলমে উল্টো দিক দিয়ে লিখেছেন। তাও আবার দেড়'শ দিন। গত ৩ মে ২০১৯ সালে ইন্ডিয়া রেকর্ড বই প্রথম হয়েছেন প্রতিবিম্ব লিখনে (মিরর রাইটিং)। গত পরশুদিনই তার শংসাপত্র, পদক, ব্যাচ হাতে পেয়েছেন। ভেলজিবাবু বলেন,' লেখার ইচ্ছেটা ছোটো থেকেই। পড়াশোনা সেভাবে করতে পারিনি। মাঝপথে বাবার ব্যাবসায় হাত ধরতে হয়। বছর কয়েক আগে স্ত্রী অসুস্থ থাকায় উল্টো দিক থেকে হনুমান চল্লিশা লেখা শুরু করি। তারপর সুন্দরকান্ড। গত ২০১৭ সালের ২৪ আগষ্ট "রামচরিত মানস" গ্রন্থটি উল্টো দিক থেকে লেখা শুরু করি। হিন্দি ভাষায় ওই লেখা ২০১৮ সালের ২১ জানুয়ারী সেটা শেষ হয়। ওই লেখায় ইন্ডিয়া রেকর্ড বুকে স্থান পায়।' সম্প্রতি তিনি ইসকনের "গীতা" গ্রন্থটি ইংরাজীতে একইরকমভাবে উল্টো দিক থেকে লেখা শুরু করেছি। ইচ্ছা আছে এবার বিশ্ব রেকর্ড গড়ার।' তিনি আরও জানান,' ছেলেরা বড় হয়েছে। তাই ব্যাবসায় খানিকটা অবসর সময় পাওয়া যায়। তার মধ্যেই এসব লেখার কাজ করে থাকি।'ভেলজিবাবুর লেখায় তাঁর স্ত্রী যেমন প্রেরনা দিতেন। তেমনই বর্তমানে তাঁর দুই ছেলে, দুই নাতিও সমানে অনুপ্রেরনা দিয়ে চলেছেন। বুদবুদ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি রতন সাহা জানান,' ব্যাবসার সঙ্গে এধরনের লেখার প্রবনতা অনেক ধৈর্য্যশীল কাজ। ভেলজীবাবুর যেভাবে উল্টো দিক দিয়ে লিখে রেকর্ড গড়েছেন। অত্যন্ত প্রসংশনীয়। আমরা গর্বিত।'

বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর আত্মঘাতী হলেন পুলিশ কনস্টেবল

কলকাতা, ১৯ জুন (হি.স.) : দ্বিতীয় হুগলি সেতু অর্থাৎ বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হলেন কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের উপরে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় স্তম্ভিত সকলে।

মঙ্গলবার রাত আটটা বেজে ১৫ মিনিট। ভিড়ে ঠাসা রাস্তা। রোজকার মতোই গাড়ি, বাস, লরিতে ভর্তি দ্বিতীয় হুগলি সেতু। সে সবের মধ্যেই একটি পুলিশের প্রিজন ভ্যান ছুটে আসছিল বর্ধমান থেকে। ভেতরে অপরাধীকে সঙ্গে নিয়ে হেস্টিংস থানার পুলিশ। তাঁদেরই মধ্যে ছিলেন তরুণ মান্ডি, রিজার্ভ ফোর্সের সদস্য। আচমকা সার্ভিস রিভলভার বার করে নিজের কপালে গুলি চালিয়ে বসলেন তিনি। সূত্রের খবর, জোমজুড়ের বাসিন্দা তরুণকুমার মান্ডি হেস্টিংস থানায় মোতায়েন ছিলেন। রিজার্ভ ফোর্সে কর্মরত ছিলেন তিনি। জানা গেছে, এ দিন এক দুষ্কৃতীকে ধরতে বর্ধমানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করে কলকাতা ফিরছিলেন। ফেরার পথে, দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে হঠাৎই নিজের সার্ভিস রিভলভার বার করে নিজের কপালে গুলি চালিয়ে বসেন তিনি। আকস্মিক ঘটনায় চমকে যায় সকলে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঠিক কী কারণে অপরাধীকে সঙ্গে নিয়ে ফেরার সময়ে এভাবে আত্মঘাতী হলেন ওই পুলিশ, তা নিয়ে ধন্দে সকলে। পরিবারের তরফেও কিছু জানানো হয়নি নিশ্চিত করে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় এখনও ধোঁয়াশায় তদন্তকারী অফিসারেরা। জানা গেছে, আত্মঘাতী হওয়ার ঠিক আগে স্ত্রীয়ের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন তরুণ মান্ডি। তিনি বলেন, 'আমি আর ফিরব না, আমাকে আর পাবে না তুমি'। এই ফোন কলের ঠিক পরেই নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে কপালে গুলি করে আত্মঘাতী হন তিনি। সামনে, চালকের ঠিক পাশের আসনেই বসেছিলেন তরুণ মান্ডি। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বুধবার পুলিশ জানিয়েছেন, আত্মঘাতী পুলিশ অফিসার তরুণ কুমার মান্ডি আদতে বাঁকুড়ার বাসিন্দা। হাওড়ার ডোমজুড়ে একটি ভাড়াবাড়িতে স্ত্রী, মেয়েকে নিয়ে থাকতেন তিনি। কিন্তু ঠিক কী কারণে তরুণ মান্ডি আত্মঘাতী হলেন, সে বিষয়ে ধোঁয়াশায় তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। কেউ বলছেন, মানসিক চাপে ছিলেন তরুণ। কিন্তু কী সেই চাপ, নিশ্চিত করতে পারেননি কেউই। কেউ আবার বলছেন, অস্বাভাবিক কাজের চাপেই এই সিদ্ধান্ত। তবে গোটা ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মৃত জাদুকরের সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা রুজু পুলিশের

কলকাতা, ১৯ জুন (হি.স) : জীবন মরণের ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু হয় জাদুকর ম্যানড্রেক ওরফে চঞ্চল লাহিড়ী উ বুধবার এই মৃত্যুর প্রেক্ষিতে 'ম্যাজিক বেল্ট ইন্ডিয়া'র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ। এই 'ম্যাজিক বেল্ট ইন্ডিয়া' সংস্থারই কর্ণধার ছিলেন চঞ্চল লাহিড়ী ওরফে ম্যানড্রেক। এদিন এই সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ এ ও ৩৪ ধারায় অনিচ্ছাকৃত খুন ও ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই 'ম্যাজিক বেল্ট ইন্ডিয়া' সংস্থাটি অবস্থিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে চণ্ডীতলা পার্কে।

এদিন পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, জাদুকরের সঙ্গীদের জেরা করা হয়েছে উ জাদুকরের মৃত্যুতে তার সঙ্গীদের বেশ কিছু গাফিলতি ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে উ যদিও তার সঙ্গীরা ছাড়াও পুলিশের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে তার স্ত্রী, ভাইপো ও এক সহকারি।

রবিবার দুপুরে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে যান জাদুকর। ওই দিন মিলেনিয়াম পার্ক থেকে লঞ্চে করে মাঝগঙ্গায় যান তিনি। লঞ্চ থেকেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ক্রেনে করে তাকে ফেলা হয় মাঝগঙ্গায়। শিকলের বাঁধন ছাড়িয়ে তাঁর উঠে আসার কথা ছিল। সেটাই ম্যাজিক। কিন্তু, এই ম্যাজিক দেখাতে গিয়েই এদিন গঙ্গায় 'ভ্যানিশ' হয়ে যায় ম্যাজিশিয়ান।

পুলিশের তরফ থেকে অভিযোগ রয়েছে, জাদু দেখানার জন্য পুলিশের থেকে যে অনুমতি পত্র নেওয়া হয়েছিল সেখানে প্রচুর গাফিলতি ছিল উ ওই চিঠিতে জলে নেমে জাদু দেখানোরও উল্লেখ ছিল না উ এছাড়াও জাদুতে ক্রেন ব্যবহারেরও অনুমতি ছিল না । এমনকি রবিবার দেড়টায় ম্যাজিক শুরুর অনুমতি ছিল । কিন্তু রবিবার পুলিশকে না জানিয়ে সময়ের আগেই ম্যাজিক শুরু করেন তিনি । এমনকি ক্রেনও ব্যবহার করা হয় উ এই ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই বদল করা হয়েছে জল পুলিশের ওসিকে।

প্রশ্ন উঠছে শুরু করেছে, দড়ি, চেন ও বেল্ট দিয়ে বেঁধে তাঁকে জলে নামানোর সময়, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি। এমনকি কেনইবা ডুবুরি বা অন্য কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়নি লঞ্চে উ জানা যায়, জাদুকরকে গঙ্গায় নামানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি চেন, হাত ও পায়ের মূল বাঁধন খুলে ফেলেন। যদিও বাঁ পায়ে দড়ি ও ডান পায়ে বেল্ট বাঁধা ছিল। তাহলে গঙ্গায় ভেসে যাওয়ার সময় কেন জাদুকরকে তার সঙ্গীরা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করলনা, এই সমস্ত কেন-র উত্তর খুঁজতে গিয়েই ধরা পরে জাদুকরের সঙ্গীদের গাফিলতির বিষয়টি উ এদিন এর প্রেক্ষিতেই 'ম্যাজিক বেল্ট ইন্ডিয়া' সংস্থাটির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ।

ছাত্র নেতা থেকে লোকসভার স্পিকার, সর্বদা জনগণের পাশে থেকেছেন ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.): লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে শোনা গেল ওম স্তুতি, 'গুজরাট ভূমিকম্প, কেদারনাথ দুর্যোগের সময় কাজ করেছেন ওম বিড়লা। শীতের রাতে কোটার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কম্বল বিলি করেছেন। কোটায় কাউকে না খেয়ে মরতে দেননি। তিনি অনুশাসন আনতে পারেন।' ছাত্রলীগ থেকে যুবমোর্চার নেতৃত্ব, রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকেই মানুষের পাশে থেকেছেন বর্তমানে কোটা-বুন্দির এই সাংসদ। ১৯ জুন, বুধবার, সকালে সপ্তদশ লোকসভায় স্পিকার পদে নির্বাচিত হন রাজস্থানের দু'বারের বিজেপি সাংসদ ওম বিড়লা। ভারতীয় সংসদে স্পিকার পদে প্রবীণ ব্যক্তিরাই অধিষ্ঠিত থেকেছেন প্রথাগতভাবে। কিন্তু, এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নবীন ৫৬ বছর বয়সী ওম বিড়লা লোকসভার অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হলেন। ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র পক্ষ থেকে এই পদে ওম বিড়লার নাম নিজেই প্রস্তাব করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজস্থানের কোটা লোকসভা কেন্দ্র থেকে পর পর দু'বার জয়ী ওমকে স্পিকার হিসাবে মেনে নিতে বিরোধীরাও রাজি হয়েছিলেন। গত লোকসভার স্পিকার সুমিত্রা মহাজন এ বার বিজেপির বয়ঃসীমা নীতির জন্য ভোটে লড়েননি। এরপর বুধবার সকালে সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ "ঘনিষ্ঠ" ওম বিড়লা। এই প্রস্তাব সমর্থন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে এবং বিজু জনতা দল (বিজেডি)-সহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি।

কোটার দ্বিতীয়বারের সাংসদ ওম বিড়লা। কোটা দক্ষিণ থেকে ২০০৩, ২০০৮ এবং ২০১৩ সালে তিনবার বিধায়কও হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি শেষ হওয়া ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী রামনারায়ণ মিনাকে ২.৭৯ লক্ষ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন ওম বিড়লা। ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু হয় তাঁর। ১৯৯১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি প্রাথমিকভাবে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (বিজেওয়াইএম)-র রাজস্থান রাজ্য কমিটির সভাপতি এবং পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় স্তরে উপ-সভাপতি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। ৫৬ বছর বয়সী এই বিজেপি নেতা দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন বিজেপির যুব শাখারউ গত বছর রাজস্থানে দলীয় সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালে তিনি তাঁর প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে জেতেন এবং ২০১৯এ পুনরায় রাজস্থানের কোটা-বুন্দি আসনে নির্বাচিত হন। সংসদের একজন ন্যায়বান সদস্য হিসাবে ওম বিড়লার গড় উপস্থিতি ৮৬ শতাংশ, ৬৭১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, ১৬৩টি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ১৬তম লোকসভায় ছ''টি প্রাইভেট মেম্বারস বিল পাশ করেছেন। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ওম বিড়লা, সংসদে জ্বালানি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য, পিটিশন কমিটি এবং সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য। ওম বিড়লা সপ্তদশ লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর, এদিন লোকভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এটি হাউসের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমরা সবাই ওম বিড়লাজিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনেক সাংসদই বিড়লাজীকে খুব ভালোভাবে চেনেন। তিনি রাজস্থানেও কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে ওম বিড়লাজীর সঙ্গে কাজ অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। তিনি কোটা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, একটি স্থান যা মিনি-ভারত হিসেবে পরিচিত, শিক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। বহু বছর ধরেই জনগণের মধ্যে রয়েছেন তিনি। ছাত্র নেতা হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু এবং তারপর থেকে কোনও রকম বিরতি ছাড়াও সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

ভদোদরায় নর্দমা সাফাই করতে গিয়ে সাতজনের মৃত্যুর ঘটনায় হোটেল মালিক ও ম্যানেজার গ্রেফতার

ভদোদরা, ১৯ জুন (হি.স.) : গুজরাটের ভদোদরা ফার্টিকুই গ্রামের দর্শন হোটেলের নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে চার সাফাই কর্মী সহ সাত জনের মৃত্যুর ঘটনায় হোটেলের মালিক এবং ম্যানেজারকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে ভদোদরা থেকে হোটেলের মালিক হাসান আব্বাস বোরানিয়া এবং তার ভাই তথা হোটেলের ম্যানেজার ইমাদ বোরোনিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত শনিবার থেকে ফেরার ছিলেন হোটেলের মালিক ও ম্যানেজার। অভিযুক্তদের ধরার জন্য বিভিন্ন ছোট দল তৈরি করে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। অবশেষে তাদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ইতিমধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের ধারায় মামলা করার দাবি তোলে কংগ্রেস। এমনকি এই বিষয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভও দেখাতে থাকেন তারা।

উল্লেখ করা যেতে পারে শুক্রবার গভীর রাতে ফার্টিকুই গ্রামে অবস্থিত দর্শন হোটেলের নর্দমা পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন সাফাই কর্মীরাউ কিন্তু, কাজ শেষ হওয়ার পরও কেউই বেরিয়ে আসতে পারছিলেন নাউ তাঁদের বের করতে গিয়েই ম্যানহোলে নামেন হোটেলের আরও তিনজন কর্মীউ সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জন সাফাই কর্মী-সহ মোট ৭ জনেরউ মৃতদের নাম হল, হীতেশ এ হরিজন (২৩), তাঁর বাবা অশোক বি হরিজন (৪৫), মহেশ এম হরিজন (২৫), মহেশ আর পানানওয়াদিয়া (৪৬)উ প্রত্যেকেই সাফাই কর্মী, তাঁদের বাড়ি দাভোই তালুকার থুওয়াভি গ্রামেউ এছাড়াও আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা হলেন-অজয় ভাসাভা (২৪), বিজয় এ চৌধুরী (২২) এবং শহদেব আর ভাসাভা (২২)।

মুজফরপুরে এনসেফেলাইটিস সংক্রমণে মৃত্যু বেড়ে ১১৩, সচেতনতা বাড়াতে রাজনীতিকদের কাছে আর্জি হাসপাতাল সুপারের

মুজফরপুর, ১৯ জুন (হি.স.): বিহারের মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার বিকেল পর্যন্ত মৃত্যু হল আরও চারটি শিশুর। সবমিলিয়ে বিহারের মুজফরপুরে এখনও পর্যন্ত অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১৩টি শিশুর। শুধুমাত্র মুজফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৯৪টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সুনীল কুমার শাহী বলেছেন, "এখনও পর্যন্ত ৩৭২টি শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১১৮টি শিশুকে সুস্থ হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরও ৫৭টি শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে এই হাসপাতালে ৯৪টি শিশুর মৃত্যু খুবই দুর্ভাগ্যজনক।" সুনীল কুমার শাহী আরও জানিয়েছেন, "৬৮টি শিশু আইসিইউতে চিকিৎসাধান, ৬৫টি শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে শিশুরা।" জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যও রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সুনীল কুমার শাহী। তাঁর কথায়, "যে সমস্ত স্থান থেকে রোগীরা হাসপাতালে আসছেন সেই সমস্ত স্থানে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ। বর্তমানে হাসপাতালে আপনাদের কোনও প্রয়োজন নেই।.... পিআইসিইউ-তে একটিও শিশু ভর্তি নেই। একটি শয্যায় ২-৩টি শিশু রয়েছে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে।"

বিহারের মুজফরপুরের সর্বত্রই এখন শুধুই কান্নার রোল, চোখে-মুখে আতঙ্ক এবং ক্ষোভ প্রশাসনের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে শিশু-মৃত্যু থামছেই না। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত বিহারের মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও চারটি শিশুর। সবমিলিয়ে বিহারে এই রোগে মৃতের সংখ্যা ১১৩-তে পৌঁছেছে। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আরও বেশি। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আনলেন অসুস্থ শিশুদের পরিজনরা। ক্ষুব্ধ পরিজনরা জানিয়েছেন, "ওআরএস-এর বিষয়ে আমাদের কেউ কিছু বলেনি। অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম-এর উপসর্গ জানিনা। বিগত ৪-৫ দিন ধরে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে আমাদের শিশুদের দেহ। ডাক্তাররা বলছেন ওষুধ নিয়ে আসতে, তাঁরা বলছেন জ্বর না কমলে তবেই হাসপাতালে ভর্তি করা হবে, কিন্তু আমাদের কাছে কোনও টাকা-পয়সা নেই।" কিউলেক্স বিশনুই নামের এক

ছয়ের পাতায়

৫ মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তায় ৫ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার

কলকাতা, ১৯ জুন (হি.স.) : কলকাতার বড় পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তার নজরদারিতে ডিসি কমব্যাট ফোর্স নভেন্দর পাল সিংকে নোডাল অফিসার করা হয়েছিল মঙ্গলবারই। বুধবার কলকাতার পাঁচ মেডিক্যাল কলেজে নিয়োগ করা হল একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। পাশাপাশি চালু করা হল টোল ফ্রি নম্বর।

গতকাল কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মার নেতৃত্বে লালবাজারে অনুষ্ঠিত হয় একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। সেখানে কলকাতা পুলিশের প্রায় সব সিনিয়র অফিসার ছিলেন। বৈঠকে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ডিসি কমব্যাট ফোর্সকে দেওয়া হয়েছে নোডাল অফিসারের দায়িত্ব। এবার থেকে তিনি বিভিন্ন ডিভিশনের ডিসি এবং হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা অ্যাসিসটেন্ট কমিশনারদের সঙ্গে সমন্বয় দেখে হাসপাতালে সুরক্ষার বিষয়টি দেখভাল করবেন। একই সঙ্গে ঠিক হয়েছে এবার থেকে হাসপাতালের আউটপোস্টগুলির দায়িত্বে থাকবেন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার।

বুধবার লালবাজার সূত্রে খবর, অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার হিসেবে জগদীশ জানা এসএসকেএম হাসপাতালের নিরাপত্তার দ্বায়িত্ব আজ বুঝে নিলেন। বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুবল মণ্ডল আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, এমা সর্দার কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং অসীম দাস নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুরক্ষার দায়িত্বে আসছেন। পাশাপাশি মাঝে মধ্যে গন্ডগোল হওয়ার জন্য বেলেঘাটার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল এবং আইডি হাসপাতালের জন্য অতিরিক্ত একজন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার সৌমেন ভট্টাচার্য সেই দায়িত্ব পালন করবেন। সিনিয়র এই পুলিশ কর্তাদের অভিজ্ঞতা হাসপাতালের সুরক্ষায় ভীষণভাবে কাজে দেবে বলে মনে করছে লালবাজার। বাঙুরের মতো হাসপাতালগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব অবশ্য এখনও সামলাবেন ওসিরাই। এই হাসপাতালে আউটপোস্টগুলো থেকে দু'ঘন্টা অন্তর রিপোর্ট পাঠাতে হবে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির সুরক্ষার জন্য নোডাল অফিসার ডিসি কমব্যাট ফোর্স নভেন্দর পাল সিংকে।

লালবাজারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কথা মতো চালু করে দেওয়া হয়েছে টোল ফ্রি নম্বর। খোলা হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিরাপত্তা বিষয়ে কলকাতা পুলিশের হেল্পলাইন। কলকাতার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীদের যে কোন নিরাপত্তা এবং সুরক্ষাজনিত সমস্যায় যাতে কলকাতা পুলিশ দ্রুত সাহায্য করতে পারে, তার জন্য চালু করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের এই নম্বর, যা সপ্তাহের সাতদিনই চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকবে। নম্বরটি হল ১৮০০ ৩৪৫ ৮২৪৬

এই টোল ফ্রি নম্বরটি নিয়ন্ত্রণ হবে লালবাজারের কন্টোল রুম থেকে। এতে চিকিৎসক যদি কোনও আক্রমণের মুখে পড়েন কিংবা কোনও রোগী যদি আক্রান্ত হন সেই তথ্য জানাতে পারবেন কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টারে। একইসঙ্গে সিসিটিভি ক্যামেরা গুলোকে ব্যাপকভাবে সক্রিয় করার কথাও ভাবা হয়েছে। প্রয়োজনে হাসপাতালগুলিতে লাগানো হবে বাড়তি সিসিটিভি। সেই ক্যামেরাগুলির আউটপুট দেওয়া থাকবে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের আউটপোস্টে এবং থানায়। যাতে পুলিশ প্রতি মুহূর্তে নজরদারি চালাতে পারে।

ছয়ের পাতায়

বুধবার এনএসইউআই ও এবিভিপি এর যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মোদির ডাকা

● প্রথম পাতার পর

স্ট্যালিন, তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, টিআরএস সভাপতি তথা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও এবং টিডিপির সভাপতি এন চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন না।

এই প্রসঙ্গে মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, বৈঠকে যোগ না দেওয়াটা তাদের সমস্যা। সবকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করাটা একান্ত প্রয়োজন। সবকটি রাজনৈতিক দলের মতামত ব্যক্ত করার সেরা সুযোগ এই বৈঠক।

এদিন একাধিক ট্যুইটবার্তায় মায়াবতী লেখেন, ব্যালটের বদলে সরকার ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ইভিএমে নির্বাচন করিয়ে যাওয়ার ফলে দেশের সংবিধান বিপন্ন। জনগণ ইভিএমের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এদিন বৈঠকে ইভিএম প্রতি অনাস্থা নিয়ে যদি আলোচনা হত, তা হলে অবশ্য এই বৈঠকে আমি উপস্থিত থাকতাম। নির্বাচনের খরচ রাষ্ট্রের উপর চাপ বাড়াচ্ছে, তা যথাযথ নয়। দারিদ্রতা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, হিংসা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির থেকে নজর ঘোরানোর জন্য এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

এক দেশ এক নির্বাচন নীতির সমালোচনায় মুখর হন সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। বুনিয়াদি স্তরে এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং গণতন্ত্র বিরোধী। সরাসরি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আঘাত হানা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বুধবার প্রধানমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিয়ে বেরিয়ে এসে সীতারাম ইয়েচুরি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কেন্দ্র ও রাজগুলির নির্বাচন এক সঙ্গে হলে রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে। এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রীরায় কাঠামো এবং গণতন্ত্র বিরোধী এবং সরাসরি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। এটি কার্যকর হলে বিপন্ন হবে সংবিধান।

একই সুর শোনা গেল আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ন্ট্রে। বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলেও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ভিশন নেই। কোনও শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়নি। ফলে এর উপকারিতা ও অপকারিতা নিয়ে মন্তব্য করা সমীচীন হবে না।

এক দেশ এক নির্বাচন নীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক।

এদিন প্রধানমন্ত্রী ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে নবীন পট্টনায়ক বলেন, বারবার নির্বাচন হলে উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এই নীতি। এক দেশ এক নির্বাচন নীতিকে পূর্ণ সমর্থন করে বিজেডি। দেশের বৃহত্তম স্বার্থে দেওয়া-নেওয়ার নীতি নিয়ে চলতে হবে। পাশাপাশি লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিলকেও পূর্ণ সমর্থন করবে বিজেডি বলে জানিয়েছেন তিনি। ওড়িশায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়টিও বৈঠকে তুলে ধরেন নবীন পট্টনায়ক। দেশ এবং জনগণের স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাতে তাঁর সম্মতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠির প্রেক্ষিতেই সরব হন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, এটা নতুন নয়। উনি কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করেন না। প্রধানমন্ত্রী ডাকলে যেতে পারেন না। এটাই ওনার রাজনীতি। মানুষ সব দেখছে।

হাসপাতাল সুপারের

পাচের পাতার পর

ধরনের মশা এনসেফেলাইটিস ছড়ায়। এতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথা ধরার মতো উপসর্গ দেখা যায়। এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হলে শারীরিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে শিশুরা। অবিলম্বে বর্ষা শুরু না হলে, এই মৃত্যু মিছিল চলবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক মুজফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে, এছাড়াও কেজরিওয়াল হাসপাতালে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরও বহু রোগী। বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা এখন ১১৩। শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৯৪টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে, এছাড়াও কেজরিওয়াল হাসপাতালে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

একা বাড়ি ফিরছিল। তবে, তার বাড়ি ফেরা আর হল না, বলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি।

বিলোনীয়া থানার ওসি জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে মনুরমুখ রেল ব্রীজ থেকে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ট্রেন থেকে চিটকে পড়ে ইন্দ্রজিতের মাথা পুড়ো থেতলে গিয়েছে। তার দেহ ব্রীজের উপর ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ওসি-র কথায়, রেল যাত্রীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, চলন্ত ট্রেনে দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুটা বাইরের দিকে ঝুঁকে সেলফি নেওয়ার সময়ই ওই যুবক ছিটকে পড়ে যান। জনৈক যাত্রীর বক্তব্য, মুহুর্তের মধ্যে এমন ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা নিয়েছে। সত্যিই ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে, নাকি এই ঘটনায় কোন রহস্য রয়েছে তা তদন্ত করে দেখবে পুলিশ।

হাসপাতালের

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছয় পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্স। শুরু হয় ধরপাকড়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ১ জনকে আটক করেছে পুলিশ। বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এনআরএস কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে চরম সংকট দেখা দিয়েছিল। হাসপাতালে হামলার ঘটনা রুখতে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা জোরদার করতে ইতোমধ্যেই নানা পদক্ষেপ শুরু করেছে সরকার। তার মধ্যেই হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালের এই ঘটনা সামনে এল।

মাস্টার

● প্রথম পাতার পর

একটি ছেলেও রয়েছে। ছেলে নার্সারিতে পাঠরত। নায়নার বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ বিয়ের কিছু দিন পর থেকে নায়নার উপর নির্যাতন চালাত নায়নার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন। বিয়ের সময় নায়নার বাপের বাড়ির লোকজন যে সকল স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছিল, সেগুলিও বিক্রয় করে দিয়েছে নায়নার স্বামী। সম্প্রতি নায়নাকে বাপের বারি থেকে ১ লক্ষ্য টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিতে থাকে শ্বশুর বাড়ির লোকজন। কিন্তু এই টাকা বাপের বারি থেকে আনতে অস্বীকার করে নায়না। এরই মধ্যে বুধবার সকালে নায়না ছেলেকে বকুনি দেয় দুষ্টামি করার জন্য। সেই থেকে মুল ঘটনার সুত্রপাত। দম্পতির মধ্যে এই নিয়ে বচসা হয়। এরই মধ্যে সঞ্জীব নায়নার বাপের বারিতে ফোন করে জানায় নায়না নিজের ঘড়ে প্রবেস করে দরজা বন্ধ করে ফেলেছে। ঠিক তার কিছুটা সময় পর ফের একবার নায়নার বাপের বারিতে ফোন করে জানানো হয় নায়না ঘড়ের অভ্যন্তরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। নায়নার বাপের বাড়ির লোকজন আসার আগেই, পুলিসকে খবর না দিয়ে নায়নার স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন নায়নাকে আই.জি.এম হাসপাতালে নিয়ে আসে। তখন চিকিৎসক নায়নাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এইদিকে নায়নার বাপের বাড়ির লোকজন হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। নায়নার বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ নায়নাকে হত্যা করেছে শ্বশুর বাড়ির লোকজন। জড়িত রয়েছে নায়নার স্বামী।যদিও নিজের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে মৃতার স্বামী সঞ্জীব দেব।

তবে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন হাসপাতালে আসার পর মৃতার শ্বাশুরি রেখা দেব হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়। এতে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠে। ঘটনার খবর পেয়ে হাঁসপাতালে ছুটে আসে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিস। পুলিস মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে। এইদিকে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ঘটনার সঠিক তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি প্রদানের।

কমিশনার

পাচের পাতার পর

যা সরাসরি লিঙ্ক করা থাকবে ডিসি'র অফিসেও। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেওয়া হবে প্রত্যেকটি হাসপাতালে প্যানিক অ্যালার্ম বটন রাখার জন্য। যাতে একটি বেল টিপলেই ইমারজেন্সি কিংবা আউটডোরের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ তৈরি হয়।

পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তা নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। পাশাপাশি বৈঠকে ডিসিদের প্রিন্সিপাল ও হাসপাতালের এমএসভিপিদের সঙ্গে বৈঠক করে নিরাপত্তার পরিকল্পনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জরুরি বিভাগে যাতে ভিড় না হয় সেদিকেও কড়া নজর দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল বিষয়ক কোনো ঘটনা ডিসি কমব্যাটকে জানাবেন সংশ্লিষ্ট ওসি। মেডিক্যাল কলেজে তৈরি করা হবে আউটপোস্ট। প্যানিক বাটন অর্থাৎ বিপদ অ্যালার্ম থাকবে এই আউটপোস্টে ইতিমধ্যে নীলরতন সরকার হাসপাতালে পৌঁছে গেছেন পরিদর্শনকারী দল। কোথায় কোথায় সিসিটিভি বসাতে হবে তার মানচিত্র বানিয়ে ফেলা হয়েছে। লালবাজার থেকে 'এসওপি' বা 'স্ট্যানডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' জারি করা হলে, তার পরই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এক ব্যক্তি

তিনের পাতার পর

তরফে জানানো হয়েছে বাইকটির কোনও রেজিস্ট্রেশন হয়নি। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। এর পেছনে কোনও চক্র কাজ করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ওম বিড়লার

তিনের পাতার পর

পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'প্রত্যেকের বিশ্বাস অর্জন করে, সবাইকে একসঙ্গে নিয়েই কাজ করবউ' সদ্য নির্বাচিত স্পিকার আরও বলেছেন, 'সাংবিধানিক পদের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য, স্পিকার নিরপেক্ষ হওয়া উচিত এবং আচরণেও নিরপেক্ষ হওয়া উচিতউ'

৫৬ বছর বয়সী ওম বিড়লা দীর্ঘ দিন নেতৃত্ব দিয়েছেন বিজেপির যুব শাখারউ গত বছর রাজস্থানে দলীয় সংগঠনকে ঢেলে সাজার দায়িত্ব ওমকেই দেওয়া হয়েছিলউ বুধবার সকালে সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 'ঘনিষ্ঠ' ওম বিড়লাউ লোকসভার স্পিকার পদে এনডিএ প্রার্থী হিসেবে ওম বিড়লার নাম প্রস্তাব করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ এই প্রস্তাব সমর্থন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে এবং বিজু জনতা দল (বিজেডি)-সহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি

২-এর ট্রেলার

তিনের পাতার পর

নেটদুনিয়ার দর্শকদের কতটা মন কাড়ে সেটাই দেখার। আগামী ২১ জুন দেখে হইচই দেখা যাবে চরিত্রহীন-২। চরিত্রহীন-২ এ দেখা যাবে নয়না গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরভ দাস, মুমতাজ সরকার, সায়নী ঘোষ, সৌরভ চক্রবর্তী, শ্বেতা ভট্টাচার্যদের। এই ওয়েবসিরিজের জন্য গান গেয়েছেন লগ্নজিতা চক্রবর্তী।

ছবির গল্প অনুযায়ী হারানকে খুনের পর দোষী সাব্যস্ত হয় তাঁরই স্ত্রী কিরণময়ী। তার জেল হয়। কিরণময়ী জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তার আলাপ হয় ড: অভয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর মাধ্যেমেই আবারও নতুন জীবন শুরু করে কিরণময়ী। নার্সিংয়ের কাজ শুরু করে সে। তবে তার এই নতুন জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সংশোধনাগারের এক কর্মী রিচার্ড। বাড়িতে দেহ ব্যবসা চালানোর জন্য কিরণময়ীকে জোর করতে থাকে রিচার্ড। তবে কিরণময়ীকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যান ড: অভয়। এভাবেই শুরু হবে "হইচই"-এর ওয়েবসিরিজ চরিত্রহীন ২ এর গল্প। ঠিক যেখানে "চরিত্রহীন"-এর গল্প শেষ হয়েছিল, ঠিক সেখান থেকেই শুরু হবে চরিত্রহীন-২ এর গল্প।

কাছাড় ও নগাঁও কাগজ কল পুনরুজ্জীবিত করাই তাঁর প্রথম কাজ, অসমের বিজেপি সাংসদ দলকে প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাওন্তের

নয়াদিল্লি, গুয়াহাটি ১৯ জুন (হি.স.) : কাছাড় ও নগাঁও কাগজ কলের কর্মচারীদের জন্য আশার বাণী শুনিয়েছেন কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রী অরবিন্দ গণপত সাওন্ত। বুধবার অসমের নবনির্বাচিত বিজেপি সাংসদদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শীঘ্রই বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলার পাঁচগ্রামে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মরিগাঁও জেলার জাগিরোডে অবস্থিত হিন্দুস্থান পেপার মিল দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করাই হবে তার সর্বপ্রথম কাজ। দিল্লি থেকে প্রকাশিত এই খবরে সন্তোষ ব্যক্ত করেছে এইচপিসি পেপার মিল রিভাইবাল কমিটি।

আজ অসমের নির্বাচিত বিজেপি সাংসদের এক প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লির উদ্যোগ ভবনে এসে কেন্দ্রীয় ভারী উদ্যোগমন্ত্রী অরবিন্দ গণপতি সাওন্তের সঙ্গে দেখা করে কাছাড় ও নগাঁও, দুই বন্ধ কাগজ কল পুনরুজ্জীবিত করতে আবেদন জানায়। কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অসমের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, গুয়াহাটির কুইন ওঝা, রাতাবাড়ির কৃপানাথ মালাহ, শিলচরের ডা. রাজদীপ রায়, মঙ্গলদৈয়ের দিলীপ শইকিয়া, তেজপুরের পল্লবলোচন দাস, যোরহাটের তপন গগৈ এবং লখিমপুরের প্রদান বরুয়া-সহ আট জনের প্রতিনিধি দল বন্ধ কাছাড় ও নগাঁও কাগজ কলের কর্মচারীদের করুণ পরিস্থিতি বর্ণনা করেন মন্ত্রী সাওন্তের কাছে। অগত্যা এই দুই বন্ধ কাগজ কলকে চালু করতে প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ব্যবস্থায় চালু করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তাঁরা কাগজ কল দুটির জন্ম-বৃত্তান্ত সহ চালু অবস্থায় এগুলির উৎপাদন ক্ষমতা, বর্তমান পরিস্থিতির বর্ণনা করে এক স্মারকপত্রও কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রী অরবিন্দ গণপতি সাওন্তের হাতে তুলে দিয়েছেন।

সব শুনে মন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, এই দফতরের দায়িত্ব তিনি নতুন পেয়েছেন। তবু তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হবে অসমের ভারী এই দুই শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করা। এতে সাফল্য হলে তাঁর চেয়ে বেশি আনন্দিত আর কেউ হবে না, এ-ও বলেছেন মন্ত্রী অরবিন্দ।

এদিকে, দিল্লির এই সুখবর সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে কাগজ কল দুটির কর্মচারী মহলে খুশির হাওয়া বইছে। এছাড়া এইচপিসি পেপার মিল রিভাইবাল কমিটির আহ্বায়ক মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, আইএনটিইউসি-র অসম প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কিশোর ভট্টাচার্যও কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিশোর ভট্টাচার্য বলেছেন, তাঁর চান যত শিগগির সম্ভব সহস্রাধিক কর্মচারীর বকেয়া মিটিয়ে মিল দুটি চালু করা হোক।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৮ সাল থেকে হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের জাগিরোড ও কাছাড় কাগজ কলে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয়। কিন্তু ২০০৯ সালে মিজোরামে বাঁশঝাড়ে ফুল আসায় বছর তিনেকের জন্য কাছাড় কাগজকলে বাঁশ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর গ্রিন ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞার জেরে বন্ধ হয় মেঘালয় থেকে কয়লা আসা। শুরু হয় রেলওয়ের পাহার লাইনে মেগা ব্লক। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্দেশে কস্টিক কারখানাও বন্ধ করে দিতে হয়। এরই মধ্যে টিম টিম করে চলতে থাকে কাগজ উৎপাদনের কাজ। কিন্তু লাভের মুখ দেখা দূর, ২০১১ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৮০ কোটি টাকার বেশি লোকসানে পড়তে থাকে হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন। এ ব্যাপারে অবশ্য দুর্মুখেরা তদানীন্তন কতিপয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে দায়ীও করেন। তাঁদের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা সিন্ডেকেটের কবলে পড়েই কাগজকলের মৃত্যুঘণ্টা বেজেছে বলে অভিযোগ করেন অনেকে।

এদিকে লোকসানের এত বড় ধাক্কা সামলাতে না পেরে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে কাছাড় কাগজকল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০১৭ সালের ১৩ মার্চ থেকে জাগিরোডেও উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কাছাড় ও জাগিরোড কাগজকলে মোট স্থায়ী কর্মী প্রায় ২০০০। অস্থায়ী কর্মী ৫০০০। ঠিকাদার, ঠিকাকর্মী, সকলের পরিবার মিলিয়ে কল বন্ধ থাকায় মোট দুই লক্ষ মানুষ আর দুটো শহরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বহু কর্মচারী হাতে দা নিয়ে দিনমজুরের কাজ করছেন। আর যাঁরা তা করতে পারছেন না, তাঁরা একদিন ভালো খবরের আশায় পথ চেয়ে রয়েছেন। এরই মধ্যে দুই কাগজ কলকে পুনরুজ্জীবিত করতে লাগাতার আন্দোলন করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা।

রাহুল গান্ধীর

● প্রথম পাতার পর

গাছের চারা রোপণ করছিলেন, আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর সদস্যরাও এই জায়গায় এসে উপস্থিত হন। তখন এনএসইউআই-এর সদস্যরা এবিভিপি সদস্যদের আহ্বান জানান, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য। এর পর এবিভিপি সদস্যরাও তাঁদের সংগঠনের পতাকা নিয়ে বৃক্ষ রোপণো শামিল হন। তাঁরা ভারতমাতা কী জয় ধ্বনি দিতে দিতে গাছের চারা লাগান।

আজকের এই দৃশ্য দেখে কলেজের অন্যান্য ছাত্ররা কিছুটা অবাক হয়ে যান। তবে প্রতিপক্ষ দুই ছাত্র সংগঠনের এমন কাজ দেখে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। অপর দিকে উভয় সংগঠনের সদস্যরা বলেন, মতাদর্শগত দিক থেকে আলাদা থাকলেও সামাজিক দায়িত্ব পালনে একসঙ্গে তাঁরা কাজ করতেই পারেন।

মানসিক

● প্রথম পাতার পর

হুসেন মজুমদার জানান, ওই ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ যথাসময়ে চার্জশিট জমা দিয়েছিল । শুনানি চলাকালীন ২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণও করেছে আদালত। প্রত্যক্ষদর্শীরা-সহ সমস্ত সাক্ষীরা আদালতে বয়ান লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। তাতে, লাই ফ্রু চাই মগ মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণের মামলায় দোষী প্রমাণিত হয়েছে। তাই, বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক উদিত চৌধুরী তাঁকে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা দিয়েছেন। পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন তিনি। মগ সোশিও কালচার কমিটির জনৈক সদস্য এই রায় ঘোষণার পর বলেন, আজ প্রমাণিত হয়েছে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে না।

পশ্চিমবঙ্গ

● প্রথম পাতার পর

না। পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো, কাগজ ছিঁড়ে ফেলা যাবে না। সেক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও উল্লিখিত আছে'।

এরপর হঠাৎই বিজেপির স্লোগানের পালটা হিসেবে উলুবেড়িয়া পূর্বের উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূলের ইদ্রিস আলি শপথবাক্য শেষ করেই বলেন, 'জয় হিন্দ'। কড়া হয়ে হস্তক্ষেপ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের তিরস্কার করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে জোয়েল মুর্মু বলেন, 'ইচ্ছাকৃত কিছু বলিনি। অকস্মাৎ বলে ফেলেছি। এটা উচিৎ হয়নি। আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে জয় শ্রীরাম ধ্বনি'। স্পিকার স্পষ্ট নির্দেশ দেন, 'জয় শ্রীরাম' এবং 'জয় হিন্দ' দুটি শব্দই বিধানসভার রেকর্ড থেকে বাদ দিতে।

শপথ গ্রহণ একটা সাংবিধানিক প্রথা। সেখানে নির্দিষ্ট কিছু বাক্যের বাইরে আর কিছু বলাটা সমীচীন নয় বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় সকলেই প্রায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছেন। কোনটা করা যায়, কতটা করা যায়, তার সম্পর্কে সম্যক বোধই নেই অর্ধেক জনপ্রতিনিধির। লোকসভার ক্ষেত্রে তো শুধু 'জয় শ্রীরাম' বা 'জয় হিন্দ'-এই ব্যাপারটা শেষ হয়নি। সেই তালিকায় ঢুকে পড়েছে 'জয় দুর্গা', 'জয় বাংলা', 'জয় বাঙালি', 'জয় মাকালী' ইত্যাদি প্রভৃতি।

তবে রাজ্য বিধানসভায় লোকসভার মতো লাগামহীন কিছু হয়নি। ভূমিকা নিয়েছেন স্বয়ং স্পিকারও। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সার্বিকভাবেই রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবনমনের কারণেই এই ঘটনাগুলি ঘটছে। সে লোকসভা হোক বা বিধানসভা। আইনসভাতে যাতে বল্গাহীন পরিস্থিতি তৈরি না হয় তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব স্পিকারেরই। তা নিরপেক্ষতার সঙ্গে তিনি করবেন সেটাই প্রত্যাশিত। সে দিক থেকে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য। তিনি কোনও পক্ষকেই প্রশ্রয় দেননি। সভার মর্যাদা রক্ষার জন্য যা করা জরুরি ছিল সেটাই কড়া হাতে করেছেন স্পিকার।

ওড়িশা সরকারের

আটের পাতার পর

সমবেদনা জানাই।' ওড়িশার ধেনকানাল জেলার কামাক্ষ্যা নগর ব্লকের বাডাসুয়ানলা গ্রামের বাসিন্দা সেনা-জওয়ান নায়েক অজিত কুমার সাহু, সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আরিহালে সেনা বনাম জঙ্গিদের লড়াই চলাকালীন আইইডি বিস্ফোরণে নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসা চলাকালীন মঙ্গলবার সেনা হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন অজিত কুমার সাহু। সোমবার দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গিদমন অভিযান চলাকালীন জঙ্গিদের একটি গাড়িতে রাখা একটি আইইডি বিস্ফোরণে জখম হন নায়েক অজিত কুমার সাহু এবং আরও দুই সাধারণ নাগরিক।

নোটিশ আদালতের

আটের পাতার পর

ভিত্তিতে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যা জেলা প্রশাসক (উত্তর-পশ্চিম) বিজয়ন্ত আর্য এবং আরও দুই সিনিয়র অফিসার পরিচালনা করবেন। রাজৌরি গার্ডেনের বিজেপি বিধায়ক মনজিন্দর সিং সিরসার নেতৃত্বে বিষয়টি শীঘ্রই রাজনৈতিক আকার ধারণ করে। তাঁদের দাবি, পুলিশ ওই ব্যক্তির ওপর আক্রমণ ও অপমান করে। মুখার্জি নগরে গাড়ির চালক সরবজিত সিং এবং তাঁর ছেলে পুলিশের হাতে চড় খাওয়ার পর প্রতিবাদে শালিমার বাগ থানার এসিপি কেজি ত্যাগীকে আক্রমণ করে বেশ কিছু মানুষ।

এরপর বুধবার, নিগৃহীত নাবালকের পরিচয় প্রকাশ্যে না আনার নির্দেশ দিয়ে এদিন দিল্লি হাইকোর্ট থেকে জানানো হয়েছে, 'দিল্লি পুলিশে অনেক ভালো অফিসার আছেন। কিন্তু কেউ যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন এবং অপেশাদার আচরণ করে থাকেন তাহলে তাঁর শাস্তি পাওয়া উচিত। আমাদের মূল উদ্দেশ্য, পুলিশ প্রশাসন জনসাধারণের পাশে বিশেষত শিশুদের পাশে রয়েছে একথা নিশ্চিত করা।

ঊষসী হেনস্থায় কড়া পদক্ষেপ

● প্রথম পাতার পর

থানার সাব ইনস্পেক্টর মেনন মজুমদারকে। এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত সাতজনকে গ্রেফতার করলেও এই ঘটনায় তিনজন এখনও অধরা বলে বুধবার আলিপুর আদালতে জানাল কলকাতা পুলিশ। আজ ধৃতদের ২১ শে জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন আলিপুর আদালতের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্টেট। সেইসঙ্গে বুধবারই ওই ঘটনায় উবর ক্যাব চালকের বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ। এছাড়া এই ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা খতিয়ে দেখতে ডিসি সাউথ মিরাজ খালিদের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। ঊষসী সেনগুপ্তকে নিগ্রহের প্রতিবাদে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। পতাকা-বিশেষজ্ঞ থেকে ম্যানেজমেন্ট-বিশারদ প্রতিবাদী অনেকেই। রাতের শহরে হেনস্থার ঘটনায় পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স ঊষসী সেনগুপ্তের উপর নিগ্রহের ঘটনায় নয়া মোড়। এবার পুলিশের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ নিল লালবাজার। তাঁর অভিযোগ ছিল, ময়দান থানার পুলিশের কাছে তিনি সাহায্য চাইলে, সেই থানায় বিষয় নয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। সে দিন রাতেই ময়দান, ভবানীপুর ও চারু মার্কেট থানায় বারে বারে হয়রানি শিকার হতে হয় তাঁকে। তাঁর অভিযোগ খতিয়ে দেখে বুধবার সন্ধেয় বরখাস্ত করা হয় চারু মার্কেট থানার সাব ইনস্পেক্টর পীযুষ কুমার বলকে। চারু মার্কেট থানার সাব ইন্সপেক্টর পীযূষ কুমার বলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কেন তিনি ওই সময় কোনও পদক্ষেপ নেননি? ঘটনাটি ভবানীপুর থানার এক্তিয়ারভুক্ত বলে কেন এড়িয়ে গিয়েছেন? পাশাপাশি, শো-কজ করা হয় ময়দান থানার সহকারী সাব ইনস্পেক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ভবানীপুর থানার সাব ইনস্পেক্টর মেনন মজুমদারকে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কেন তাঁরা লালবাজারকে গোটা বিষয়টি জানাননি। ঊষসী কাণ্ডের যাবনিকাপাত অবশ্য এখানেই হয়নি। লালবাজারে ভবানীপুর থানার ওসি, চারু মার্কেট থানার ওসি ও ময়দান থানার অতিরিক্ত ওসিকে নিয়ে পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা বুধবার বৈঠক করেন লালবাজারে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, রাতের শহরে ট্রাফিক পুলিশকে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে। যে থানা আগে খবর পাবে, তাদেরই প্রথমে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরে নিয়ম মেনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলাটি স্থানান্তরিত করা হবে। রাতে বাড়াতে হবে পুলিশি টহলদারি। সিসিটিভি নজরদারিতে থাকবে অতিরিক্ত কর্মী।

জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এদিকে, সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, আত্মহত্যার কিছুক্ষণ আগেও সুরজিৎ সিং মোবাইলে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক জওয়ান জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে কি কথা হচ্ছিল তা শুনতে পাইনি। কিন্তু, মোবাইলে কথা বলা শেষ করেই নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন সুরজিৎ। তিনি বলেন, কোন কিছু বোঝে উঠার আগেই সব শেষ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, কর্তব্যরত অবস্থায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের আত্মহত্যার ঘটনা আগেও ঘটেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক অশান্তি কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে, এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

সম্পাদিকা রত্না সিনহা-সহ জেলা ও মহকুমা কমিটির নেত্রীরা আজ ধর্মনগরে এসডিপিও রাজীব সূত্রধরের সঙ্গে দেখা করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। এক ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ের ওপর এমন অমানুষিক নির্যাতন ও হত্যার ঘটনায় গোটা রাজ্য জুড়ে ধিক্কার ও নিন্দা জানানো হচ্ছে। সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমেও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন অনেকে। কেউ কেউ অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা দাবি করছেন।

মৃত শিশু ঝুমাদের মূল বাড়ি কৈলাসহর থানাধীন মূর্তিছড়া এলাকায়। তার বাবা পরমেশ্বর তাঁতি কর্মসূত্রে তার মা ও মেয়ে ঝুমাকে নিয়ে ধর্মনগরের পদ্মপুর এলাকার এক বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। সোমবার বিকেল থেকে সে নিখোঁজ ছিল। এর পর গতকাল মঙ্গলবার ধর্মনগর মহকুমার হাফলংছড়া এলাকার কারগিলটিলা এলাকায় তার লাশ উদ্ধার হয়েছিল।

স্নান করতে

● প্রথম পাতার পর

থানা থেকে এসডিআরএফ-এর জওয়ানদের নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে পুলিশের দল। উদ্ধারকারী দল মনু নদীতে দুজনের উদ্ধারে তালাশি অভিযান শুরু করে। বিকেলের দিকে উদ্ধারকারী দল বাবা ইন্দ্রজিৎ দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি মেয়ে পাপিয়া দাসের। তবে জানা গেছে, মেয়েটির খোঁজে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

াঙ্গন

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন শিখর ধাওয়ান ! পরিবর্তে দলে ঋষভ পন্থ্

নিজস্ব প্রতিবেদন : বিশ্বকাপ শেষ শিখর ধাওয়ানের। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চিড় ধরায় আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতের অন্যতম সফল ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ানের বিশ্বকাপ যাত্রা শেষ হল। বোর্ডের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে তা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিসিসিআই ,আইসিসি-র কাছে শিখর ধাওয়ানের পরিবর্ত চেয়ে আবেদনও জানিয়েছে। ধাওয়ানের পরিবর্ত হিসেবে প্রত্যাশিতভাবেই ভারতের বিশ্বকাপ দলে ঋষভ পন্থ।৯ জুন, ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নাথান কুল্টার নাইলের লাফিয়ে ওঠা একটি বলে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পান শিখর ধাওয়ান। সেই চোট নিয়েই ১০৯ বলে ১১৭ রানের দারুন ইনিংস খেলেন তিনি। তবে ব্যাট করার পর ওই ম্যাচে আর ফিল্ডিং করতে নামেনি শিখর।এরপর সোমবার চোট পাওয়া বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে স্ক্যান করা হয়। দেখা যায় আঙুলে সামান্য চিড় ধরেছে। পুরোপুরি সুস্থ হতে তাঁর অন্তত তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। বিসিসিআই-এর তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান শিখর ধাওয়ান বিসিসিআই-এর মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে থাকবেন। টিম ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ধাওয়ান ইংল্যান্ডে দলের সঙ্গেই থেকে চোট সারাবেন।ফিজিও প্যাট্রিক ফারহার্টের তত্বাবধানেই ছিলেন শিখর ধাওয়ান। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। তবে শিখরের বদলি হিসেবে টিম ম্যানেজমেন্ট পাকিস্তান ম্যাচের আগে তড়িঘড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায় ঋষভ পন্থকে। পাকিস্তান ম্যাচের আগের দিন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পন্থকে দেখা যায় ধোনির সঙ্গে কথা বলতে। রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ গ্যালারিতে বসেই উপভোগ করলেন তরুণ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মাঠে জল নিয়ে যেতেও দেখা যায় শিখর ধাওয়ানকে। তবে শিখরের পরিবর্তে পাকিস্তান ম্যাচে রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করতে নামেন কেএল রাহুল। রোহিতের সঙ্গে একশো রানের ওপেনিং পার্টনারশিপও করেন রাহুল।বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে সামান্য চিড় ধরা শিখর ধাওয়ানকে নিয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে চাইনি বিসিসিআই। ইংল্যান্ডেই বোর্ডের

মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে রেখে শিখরের জন্য অপেক্ষা করে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে আলোচনা করে এবং বিশিষ্ট চিকিতকদের পরামর্শ নিয়ে জানা গিয়েছে, শিখরের চোট পুরোপুরি সারতে জুলাই মাসের মাঝামাঝি লেগে যাবে। অর্থাতআর বিশ্বকাপে শিখর ধাওয়ানের সার্ভিস পাবে না টিম ইন্ডিয়া। ইতিমধ্যেই শিখরের পরিবর্ত চেয়ে আইসিসি-র কাছে আবেদন করেছে বিসিসিআই।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৫০রান করতেই রোহিত গড়বেন এই স্পেশাল রেকর্ড

ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার রোহিত শর্মা ভারতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ ২০১৯ এ দুর্দান্ত প্রদর্শন করছেন। তার দুর্দান্ত প্রদর্শনের দমে ভারতীয় দলের পয়েন্টস টেবিলে বর্তমানে তিন জয় আর একটি রদ ম্যাচ নিয়ে ৭ পয়েন্টস রয়েছে আর ভারতীয় দলের শেষ ৪ এ পৌঁছনোর আশা যথেষ্ট বেশি প্রবল হয়ে গিয়েছে।টুর্নামেন্টে লাতার তিন ইনিংসে করেছেন ৫০ এর বেশি রানআপনাদের জানিয়ে দিই যে ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার রোহিত শর্মা এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে লাগাতার তিনটি ৫০এর বেশি রানের স্কোর করে ফেলেছেন। তিনি এই বিশ্বকাপে এখনো পর্যন্ত ২টি সেঞ্চুরি আর একটি হাফসেঞ্চুরি করেছেন। তিনি দক্ষিন আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৪৪ বলে ১২২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। অন্যদিকে এর পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ৫৭ রানের একটি ইনিংস খেলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি ১১৩ বলে ১৪০ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন আর দলকে জয় এনে দেন।লাগাতার চারটি ইনিংসে ৫০ এর বেশি রানের করতে পারেন এই বিশেষ রেকর্ডভারতের পরের ম্যাচ ২২ জুন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হবে। এই ম্যাচে রোহিত শর্মার কাছে একটি ভীষণই স্পেশাল রেকর্ড গড়ার সুযোগ থাকবে।

আসলে রোহিত শর্মা লাগাতার চারবার ৫০ এর বেশি স্কোর করতে পারেন। জানিয়ে দিই যে এখনো পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের হয়ে শ্রেফ নভজ্যোত সিং সিধু আর শচীন তেন্ডুলকরই লাগাতার চারটি ইনিংসে ৫০ এর বেশি স্কোর করতে পেরেছেন। নভজ্যোত সিং সিধু চারবার ৫০ এর বেশি রান ১৯৮৭র বিশ্বকাপে করেছিলেন। অন্যদিকে শচীন তেন্ডুলকর লাগাতার ৪ বার ৫০ এর বেশি স্কর ১৯৯৬ আর ২০০৩ বিশ্বকাপে করেছিলেন।
এখনো পর্যন্ত বেশ কিছু দুর্দান্ত কৃতিত্ব করেছেন হাসিলরোহিত শর্মা নিজের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে নিজের কোটি কোটি সমর্থক বানিয়ে ফেলেছেন। তিনি ক্রিকেটে বেশ কিছু দুর্দান্ত কৃতিত্ব হাসিল করেছেন। নিজের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে তিনি সমর্থকদের ভরপুর মনোরঞ্জনও করেন। রোহিত শর্মাকে ভারতীয় সরকার দ্বারা ২০১৫তে অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ২১৫য় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ টি-২০ ব্যাটসম্যানও ঘোষিত হয়েছিলেন। তিনি ওয়ানডে ক্রিকেটে মোট ৩টি ডবল সেঞ্চুরিও করেছেন। দুটি ডবল সেঞ্চুরি তিনি শ্রীলঙ্কার দলের বিরুদ্ধে এবং একটি ডবল সেঞ্চুরি তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে করেছিলেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/PWD(R&B)/STB/2019-20 dated: 14-06-2019

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 12-07-2019 for the following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Proposed Construction of GDC Santirbazar, South Tripura District, Tripura under RUSA During the year 2018-19/ SH: i) Vertical Extension of Administrative Building (1st Floor). **DNIT No. 02/NIT/SE-III/B/2019-20**	Rs. 1,06,61,238.00	Rs. 1,06,612.00	18(Eighteen) Months	U pto 15.00 Hrs on 12/07/2019	At 16.00 Hrs on 16/07//2019	http:// tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
www.tripuraindia.comiwww.incligenousherald.com/www tripuratoday,comwww.tripurachronicle.in /www.neindia.com

For and on behalf of the governor of Tripura.

ICA/C/415/19

(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar
South Tripura

কুসংস্কারি গাভাসকর ! জানেন ম্যাচ জেতার জন্য সতীর্থদের দিয়ে কী কী করাতেন ?

সাউদাম্পটন: বিশ্বকাপের মরণ-বাঁচন ম্যাচ। হারলেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত। অথচ প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ১৭ রানে পাঁচ উইকেট খুইয়ে ফেলেছে ভারত। প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন সুনীল গাভাসকর, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত, মহিন্দর অমরনাথদের মতো বড় বড় তারকারা। সেসময় মাঠে নামলেন অধিনায়ক কপিলদেব নিখাঞ্জ। তারপর তিনি যেটা করলেন সেটা এককথায় ইতিহাস।জীবনের সর্বকালের অন্যতম সেরা ইনিংসটি সেদিন খেলেছিলেন কপিল। সেদিন কপিল এমন একটি ইনিংস খেলেছিলেন যা ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস আমূল বদলে দিয়েছিল। কপিল দেবের ১৭৫ রানের সেই ইনিংস নিয়ে আজন্ম আলোচনা করবেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। পাঁচ উইকেট খোয়ানোর পরও যে ভঙ্গিমায় জিম্বাবোয়ে বোলারদের তুলোধোনা করেছিলেন ভারত অধিনায়ক তা ভোলার নয়। শেষপর্যন্ত ভারত ম্যাচটি জেতে ৩১ রানে। তারপর ৮৩-র বিশ্বকাপের সাফল্যগাথা সবারই জানা। কিন্তু জানেন কি, কপিল যখন মাঠে চার-ছক্কা হাঁকাচ্ছেন তখন ড্রেসিং রুমের কী পরিস্থিতি হয়েছিল ?সম্প্রতি লর্ডসে একটি অনুষ্ঠানে এসে সেদিনের ড্রেসিং রুমের গোপন কথা ফাঁস করেন সুনীল গাভাসকর। তিনি জানান, কপিল যতক্ষণ ব্যাট করছেন, ততক্ষণ নিজের ওপেনিং সঙ্গী কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তকে তিনি একের পর এক সিগারেট খেতে বাধ্য করেছিলেন। এমনকী নিজেও নিজের জায়গা থেকে বিন্দুমাত্র সরেননি। পাছে কপিল আউট হয়ে

যান। প্রবল বেগে প্রকৃতির ডাক এলেও সাড়া দেননি সানি। শ্রীকান্তকেও বলেন, পুরো ইনিংসটা একই জায়গায় বসে পরপর সিগারেট খেয়ে দেখতে। আসলে, সেসময়ও ভারতীয় দলের একাধিক সদস্য কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন। গাভাসকর নিজে ছিলেন তাঁর মধ্যে একজন।যে মাঠে সেদিনের খেলাটা হয়েছিল, সেই টুনব্রিজের নেভিল গ্রাউন্ডে আর কখনও কোনও ম্যাচ আয়োজিত হয়নি। এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেই মাঠটি আজও একই রকম রয়ে গিয়েছে। ড্রেসিংরুম বা গ্যালারিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ৩৬ বছর আগে যেমনটা ছিল, আজও তেমনটাই রয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কপিল নিজেই বলছিলেন, ”আমি বছর পাঁচেক আগে ওই মাঠে একবার গিয়েছিলাম, আর যাওয়া হয়নি। আমার শুধু মনে পড়ে কীভাবে কিরমানি এবং রজার বিনি আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল।”

বিশ্বকাপের পরই বিদায় নিচ্ছেন টিম ইন্ডিয়ার ”গাঞ্জাভাই” !

সাউদাম্পটন: ভারতীয় টিমের ফিটনেস রূপকার তিনি। বিরাট কোহলি নেতৃত্বাধীন ভারতীয় টিমের ফিটনেস নিয়ে আজ এত যে কথা হয়, চর্চা হয়, তার অন্যতম নেপথ্য কারণ হিসেবে মনে করা হয় তাঁকে।
বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে চোট পাওয়া শিখর ধাওয়ান এখন তাঁরই তত্বাবধানে। কিন্তু কোহলিদের সেই ফিটনেস রূপকার বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষে আর থাকছেন না।তিনি, টিমের ফিজিও প্যাট্রিক ফারহাত নাকি চলে যাচ্ছেন! বিশ্বকাপ পরবর্তী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর !নিজের কাজে শুধু দক্ষ নন। ভারতীয় টিমে সিনিয়র-জুনিয়র নির্বিশেষে প্যাট্রিক খুব জনপ্রিয়ও। জন্মসূত্রে অস্ট্রেলীয় এই ফিজিওর একটা আদরের নামও আছে টিমে- ”গাঞ্জাভাই”। কারণ-তাঁর মাথার ইন্দ্রলুপ্ত! তা হেন সবার প্রিয় প্যাট্রিক শোনা গেল, ইতিমধ্যে নাকি ভারতীয় বোর্ডকে ই মেল করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিশ্বকাপের পর আর তিনি থাকতে চান না। দু”টো কারণে তাঁর এমন সিদ্ধান্ত। প্যাটট্রিক এবার নতুন চ্যালেঞ্জের সন্ধানে যেতে চান। আর দুই, পরিবারকে এবার একটু সময় দিতে চান।চার বছর ধরে ভারতীয় টিমের সঙ্গে আছেন ফারহাত। ২০১৫ সালে ভারতের শ্রীলঙ্কা সফরের আগে টিমের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দারুণ সফল এই অস্ট্রেলীয় ফিজিও। যাঁর সিভিতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট টিমের ফিজিও হিসেবে কাজ করা থেকে শুরু করে আইপিএলে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত থাকা-সবই ছিল। গত চার বছরে তিনি এবং তাঁর দুই সহযোগী ম্যাসিওর অরুণ রানাডে ও টিম ইন্ডিয়া ট্রেনার শঙ্কর বাসু মিলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেসকে অন্য পর্যায়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। শোনা গেল, ফারহাতের চুক্তি বিশ্বকাপের পরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেই মতো তিনি ছেড়েও দিতে চেয়েছিঙলেন। কিন্তু বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, আগামী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর পর্যন্ত থেকে যেতে। যে ভাবে ভারতীয় হেড কোচ রবি শাস্ত্রী থেকে শুরু করে বাদবাকি সাপোর্ট স্টাফদেরও বলা হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04 / EE-BSLD / PWD / 2019-20, Dated, 15th June,19.

Sl No	Name of the work DNIT NO.	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Maintenance of road from Brajendranagar Godown to Khamararhati J.B. School upto Border road during the year 2019-20 / SH. Providing Grouting, Re-carpeting, Seal coat & unlined Drain. **D.NIT. No. 08/R /DNIe-TIEE-BSLD/ PWD/2019-20.**	Rs. 11,72,551.00	Rs. 11,726.00	06(Six) Months	U pto 15.00 Hrs on 06/07/2019	At 16.00 Hrs on 09/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
2	Mtc. Of various roads under Bishalgarh Sub-Division during the year 2019-20 / SH. Providing Patch soling, patch metaling, Grouting, parch carpeting, seal coat I Group No. I. D.NIT. No. 09/R /DNie-T/EE-BSLD/ PWD/ 2019-20.	Rs. 20,00,173.0	Rs. 20,002.00	04(four) Months				
3	Mtc. Of various roads under Bishalgarh Sub-Division during the year 2019-20 / SH. Providing Patch soling, patch metaling, Grouting, parch carpeting, seal coat/ Group No. **II.** **D.NIT. No. 10/R /DNIe-T/EE-BSLD/ PWD/2019-20.**	Rs. 20,66,316.00	Rs. 20,663.00	04(four) Months				

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Bishalgarh, Sepahijala District, Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to bslpwdtender@gmail.com
www.tripuraindia.com/www.indigenoushearld.com/www.tripuratoday.com/ www.tripuraachronicle.in/ www.neindia.com

on behalf of the 'Governor f Tripura

ICA/C/411/19

(Er. S. K. Dutta)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R&B),
Gakulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura.

লর্ডসে অর্জুনের আগুনে বোলিং !

নিজস্ব প্রতিবেদন : ফের শিরোনামে সচিনপুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর। ইংল্যান্ডে একদিনেক ভারতীয় ক্রিকেটদল যখন বিশ্বকাপ খেলতে ব্যস্ত, সেই ইংল্যান্ডের মাটিতেই বল হাতে আগুন ঝরালেন অর্জুন। তাও আবার ঐতিহ্যশালী লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।সেকেন্ড ইলেভেন চ্যাম্পিয়নশিপে এমসিসি ইয়ং ক্রিকেটার্সের হয়েখেলছেন অর্জুন। মঙ্গলবার সারে সেকেন্ড ইলেভেন দলের বিরুদ্ধে ম্যাচে অর্জুনের আগুন ঝরানো বোলিং এখন আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে নাথান টিলেকে অর্জুন যেভাবে ক্লিন বোল্ড করেছেন তাতে ক্রিকেট বিশ্বজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। স্বপ্নের ডেলিভারিতে আউট করেন প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানকে। অর্জুনের বলে পেস ও সুইং দুটোই ছিল। আর সেই বল একেবারেই বুঝতে না পেরে ক্লিন বোল্ড হন টিলে। ১১ ওভার বল করে ২টি উইকেট পেয়েছেন অর্জুন তেন্ডুলকর।

Quotation Notice

Sealed quotations are invited from the bonafide printing firms having GSTN registration for the supply and printing of Students' Identity Card feeding the Students' data collecting from the College with the lace etc. to B.B.Memorial College, Agartala. Details of the quotation are available in the website of college (www.bbmc.nic.in).
Last date of submission of filled in quotation with supporting documents is 25.06.2019.

ICA/C/394/19

(Dr.Sanjoy Roy)
Principal
B.B.Memorial College
Agartala.

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE ZONAL DEVELOPMENT OFFICER
WEST ZONE :KHUMULWNG
No.F.8(23-22)/ADC/ZDO/KHW/MGNREGA/2019-20/915-26 dt. 17/6/19

Coirrigendum

Please read against the following item in the earlier N.I.T. vide No.F.8(23- 22)/ ADC/ZDO/KHW/MGNREGA/2019-20/756-76 dated 10/06/2019.

SI No.	Name of Item	Specification mentioned in the earlier I.N.T.	Specification as per corrigendum.
1.	N.P.K.	46:40:58	10:26:26
2.	HDPE Agro Shade Net	IOS GSM Minimum weigth should be 5.40 Kg for 50 sq.mt. per bundle (Green colour)	IOS GSM Minimum weigth should be 4 Kgs. for 50 running m tr. with 1.5 meters height in a bundle (green colour)

All other Conditions will remain unchanged.

TTAADC/ICAT/C-06/19

(SOUMITRA CHAKMA, TCS)
Zonal Development Officer
West Zone, TTAADC
Khumulwng

Press Tender Notice No.01/SF(KLS)/2019-20/ Dt. 15/06/2019

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bona fide Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/IVISS Ltd.) of Gournagar **Block and Kailashahar MC** under KAILASHAHAR Subdivision producing available quantity fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of Major Carp Fingerlings for implementation of various fisheries developmental schemes under **"Panchayet Development Fund (PDF)/ Centrally Sponsored Schemes (CSS)/ R.K.V.Y."** under different GP/VC of **Gournagar Block and Kailashahar MC** areas under **Kailashahar Sub-Division** during the year 2019-20. The last date of receipt of the tender is **27/06/2019 up to 4.00 PM.** The dropping of tender will be eligible for only within **Gournagar Block** and **Kailashahar MC** area under Kailashahar Subdivision. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before **26/06/2019,** on any working days for collection of tender form **and detail terms and condition.**

ICA/C/399/19

(P.K.Nath)
Supdt. of Fisheries
Kailashahar, Unakoti Tripura

PNIeT NO- 10/EE/PWWWS)/AMB/2019-20

Online percentage rate bids in single bid system is invited for the following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Tender f ee	Time for completion	Deadline for online bidding	Place, time & date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	**Name of Work :-** Quality improvement for construction of 01(One) No. 2500 GPH capacity package type Iron Removal plant (IRP) attached to existing DTW at Debendra Karbari Para of Purba Chawmanu VC under DWS Sub-Division, Chawmanu ***DNIe-T No. 02/EE/PWD(DWS)/ AMB/2019- 20***	Rs. 1077609.00	Rs. 10776.00	1,000.00	45(Forty five) days	Upto 15.00 Hrs on 04/07/2019	O/O the E xecutive Engineer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 08/07/2019	https:tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class/ Category as per NIe-T

Last date and time of submission of EMD in original and cost of bidding in original in the office of the **Executive Engineer, DWS Division, Ambassa, Dhalai District,** office of the **Executive Engineer, DWS Store Division, Agartala, West Tripura &** office of the **Executive Engineer, Agartala Division-II, West Tripura** up to 3.00 PM on ***06-07-2019.***
All details can be seen **in** the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in & www.eprocure.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in and www.eprocure.gov.in & for any query please contract :
03826-267230 / M- 8787354471

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C/405/19

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

ন্যাশনাল সেফটি উইক এবং ডে দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। বুধবার তোলা ছবি নিজস্ব।

রোজভ্যালীর বহুতল ভবন ব্যবহারে রাজ্য সরকারকে অনুমতি দিল উচ্চ আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ জুন ।। চিটফান্ড সংস্থা রোজভ্যালীর বহুতল ভবনটি ব্যবহারে রাজ্য সরকারকে অনুমতি দিলো ত্রিপুরা হাইকোর্ট। জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওই বহুতল ভবনটি রাজ্য সরকার ব্যবহার করতে পারবে।

এডভোটেক জেনার‍্যাল অরুণ কান্তি ভৌমিক জানিয়েছেন, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারুল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন ব্যাঞ্চ সদর মহকুমা শাসককে নির্দেশ দিয়েছে রোজভ্যালীর বহুতল ভবনটি রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যে নগরোন্নয়ন দপ্তরের হাতে ওই বহুতল ভবনটির চাবি তুলে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, আদালত ওই বহুতল ভবনটি ব্যবহারে উপযোগী বলে প্রমাণ পেয়েছে। তাই বিনামূল্যে রাজ্য সরকার ওই বহুতল ভবনটি ব্যবহার করতে পারবে।

তিনি বলেন, চিটফান্ড সংস্থা রোজভ্যালী রাজ্যের বহু আমানতকারীর অর্থ আত্মসাৎ করেছে। নিয়মানুযায়ী চিটফান্ড সংস্থা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু, জেলা ও দায়রা জজ আদালতের চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি পর্যন্ত রোজভ্যালী কোন সম্পত্তি বিক্রি করা যাচ্ছে না। তাই, ওই বহুতল ভবনটি ব্যবহারের জন্য উচ্চ আদালতের দারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে ওই বহুতল ভবনটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

"জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। ৪৮তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফ্যাক্টরীজ অ্যান্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত স্কুল ও কলেজ স্তরে প্রবন্ধ এবং ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে তার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত রোগ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চৈতন্য মূর্তি, আইএফএ, বিশেষ সচিব, শ্রম দপ্তর, ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, প্রাণগোপাল সাহা। সভার শুরুতে ফ্যাক্টরীজ অ্যান্ড বয়লার্স দপ্তরের প্রধান আধিকারিক ইঞ্জিনিয়ার সজল চন্দ্র দাস জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা সহ সুরক্ষা-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় উত্থাপনের মাধ্যমে স্বাগত ভাষণ রাখেন।

মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, শিল্পক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক। কল কারখানায় দুর্ঘটনার ফলে ব্যক্তি জীবনে, পরিবার ও সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত কল কারখানায় শ্রমিক-মালিক সকলকেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে এবং সুরক্ষা বিধিও কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কল কারখানায় অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলে যেমন সচেতন হবেন, তেমনই অন্যদেরকেও সচেতন হতে সাহায্য করবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিবর্গ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৪৪ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সুরক্ষা বিষয়ে ফ্যাক্টরী আইন ও বিধি-নিষেধ রক্ষায় এবং পেশাগত রোগ সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক এমন ২৮জন ফ্যাক্টরীর মালিককেও পুরস্কৃত করা হয়। স্কুল ও কলেজ স্তরে প্রবন্ধ এবং ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি মূল্যায়ণে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন এমন ১০জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণকেও সম্মানস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সংসদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণমন্ত্রী রামেশ্বর তেলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.) : ১৭ জুন থেকে চলমান সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশনের অন্যতম কার্যসূচির বলে নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ ওম বিড়লার আহ্বানে বুধবার সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অন্য মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় তালিকায় ছিলেন ডিব্রুগড় (অসম)-এর দ্বিতীয়বারের সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রথম সদস্য রামেশ্বর তেলি।

পরিচয় পর্বে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যোগ, ক্ষুদ্র, লঘু এবং মধ্যম শিল্পমন্ত্রীর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে করজোড়ে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ডিব্রুগড়ের সাংসদ রামেশ্বর তেলি। তেলির পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরেক স্বতন্ত্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সঙ্গেও সকলের পরিচয় করিয় দেন প্রধানমন্ত্রী।

অধ্যক্ষ ওম বিড়লার আহ্বানে প্রথমে সকল ক্যাবিনেটমন্ত্রী, পরে স্বতন্ত্র প্রতিমন্ত্রী এবং সব শেষে প্রতিমন্ত্রীদের সংসদে পরিচয় করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব সাংসদ-নেতারা লোকসভার নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন।

শহীদ জওয়ানের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ওড়িশা সরকারের

ভুবনেশ্বর, ১৯ জুন (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ভারতীয় সেনা বনাম জঙ্গিদের গুলির লড়াইয়ে শহীদ ওড়িয়া সেনা জওয়ান নায়েক অজিত কুমার সাহু-র প্রতি শোক প্রকাশ করে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক বুধবার শহীদ জওয়ানের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি করেন। সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে ২৫ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্যের কথা ঘোষণা করে এদিন তিনি বলেন, 'নায়েক অজিত কুমার সাহু জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। এই দুঃসময়ে তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছে সরকার।' নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক জানান, 'জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে ওড়িয়া জওয়ান অজিত কুমার সাহুর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। সাহসী সৈনিকের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য তাঁকে কুর্নিশ। তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর

ছয়ের পাতায় দেখুন

কর্তৃত্ববাদী শাসনের অনিশ্চিত গন্তব্যে বাংলাদেশ : নির্বাচন কমিশনার মাহবুব

ঢাকা, ১৯ জুন (হি.স.) : এবারের উপজেলা নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ না করায় উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশনার মাহববু তালুকদার উ বুধবার তিনি বলেন, একতরফা নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। কর্তৃত্ববাদী শাসনের অনিশ্চিত গন্তব্যে বাংলাদেশ। বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ না করায় এবারের উপজেলা নির্বাচন ছিল একতরফা। একতরফা নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরিতে উপযুক্ত পরিবেশ অপরিহার্য। কিন্তু আমরা ক্রমাগত একতরফা নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যা গণতন্ত্রের জন্য অনভিপ্রেত। বুধবার বিকালে নির্বাচন ভবনের নিজ কার্যালয়ে লিখিত বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। মাহবুব তালুকদার বলেন, এবারের উপজেলা নির্বাচনে আশংকার দিক হচ্ছে ভোটারদের নির্বাচন বিমুখতা। একটি গণতান্ত্রিক দেশ ও জাতির জন্য নির্বাচনবিমুখতা অশনিসংকেত। আমরা গণতন্ত্রের শোকযাত্রায় সামিল হতে চাই না। নির্বাচনবিমুখতা জাতিকে গভীর খাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, নির্বাচনের মুল উদ্দেশ্য ব্যাহত হলে আদৌ নিয়ম রক্ষার নির্বাচনের প্রয়োজন আছে কি ? প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিংবা অন্য নির্বাচন কমিশনারদের এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।-

বিহারে এনসেফেলাইটিস এবং হিটস্ট্রোকে মৃত্যু নিয়ে সরব শত্রুঘ্ন

পাটনা, ১৯ জুন (হি.স.) : বিহারে এনসেফেলাইটিসের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপের দাবি তুললেন কংগ্রেস নেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। পাশাপাশি অতিরিক্ত গরমে হিটস্ট্রোক সাধারণ মানুষের জীবনহানি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

বুধবার একাধিক ট্যুইট করে শত্রুঘ্ন সিনহা লেখেন, সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, বিহার কাঁদছে। শিশুরা প্রাণ হারাচ্ছে। বিগত দুইদিনে হিটস্ট্রোকে একশোর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বেসরকারি মতে তাপপ্রবাহে গয়া, নওদা, জামুই, ঔরঙ্গাবাদ সহ অন্যান্য জেলায় ২৫০ বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। শুধুমাত্র একদিনেই ৪৫ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। পরিস্থিতি ভাল নয়। জাতীয় বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিকাঠামোর অভাবে সঠিক ভাবে ময়নাতদন্তও করা যাচ্ছে না। এনসেফেলাইটিসে মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। এড় মধ্যে ৭৩ জন শিশু। যারা দায়িত্বে রয়েছে তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিহারের পরিকাঠামো উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিহারের প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রীকে। উল্লেখ করা যেতে পারে এনসেফেলাইটিসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৩।

ফের নারদ কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করল সিবিআই

কলকাতা,১৯ জুন (হি.স.): নারদ কাণ্ডে ফের নারদ কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করল সিবিআই। আগামী ২৪ জুন তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছে সিবিআই। সিবিআইয়ের সূত্রের খবর, সাক্ষী হিসাবে তলব করা হয়েছে ম্যাথু স্যামুয়েলকে। সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেবেন বলে জানিয়েছেন ম্যাথু নিজেও।

দীর্ঘদিন ধরে নারদকাণ্ডে তেমন কোনও অগ্রগতি হয়নি। এই নিয়ে তৃণমূল, বিজেপি আঁতাতের অভিযোগ সরব হয়েছে কংগ্রেস ও বামেরা। লোকসভা নির্বাচন মিটতেই ফের একবার নড়চড়ে বসেছেন তদন্তকারীরা। ফের একবার তলব পড়েছে নারদ নিউজের প্রধান সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েলের।

দুই সাংসদের সঙ্গে নারদ কর্ণধার ম্যাথু স্যামুয়েলের ইমেল কথোপকথন এখন সিবিআইয়ের হাতে। শুধু স্টিং অপারেশনের ভিডিয়ো ফুটেজ নয়। ম্যাথু স্যামুয়েল সিবিআইকে কয়েকটি ই-মেলের প্রতিলিপি জমা দিয়েছেন। ওই মেলে রাজ্যের দুই তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের সঙ্গে 'কাট মানি'-র টাকা লেনদেন নিয়ে কথোপকথন হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গেছে।

সিবিআই জানায়, ম্যাথুর কাছে আরও বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ রয়েছে। যা ম্যাথু প্রকাশ করছেন না। কোনও অজ্ঞাত কারণে ম্যাথু খুব হিসাব কষে সেই তথ্যের কয়েকটি তুলে দিচ্ছেন সিবিআইকে। আর সেখানেই চলে আসছে সম্প্রতি মুকুল রায়ের সঙ্গে কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের ফোনের অডিয়ো টেপ প্রসঙ্গ। সেখানে মুকুল রায় দাবি করেছিলেন, ম্যাথুর কাছে অনেক তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। মুকুল রায়ের দাবি যে একদম অমূলক নয়, তাঁর হাতেনাতে প্রমাণ পেল সিবিআই। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে ম্যাথু স্যামুয়েল জানিয়েছেন, ২০১৪ সালে স্টিং অপারেশনের সময় তিনি একটি মেল অ্যাকাউন্ট খোলেন। তখন তিনি সন্তোষ শঙ্করণ নামে ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই কারণে ওই নামেই 'সন্তোষশঙ্করণ২০১৪গজিমেল.কম' মেল আইডি তৈরি করেছিলেন। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ম্যাথু তাঁদের জানিয়েছেন, ওই সময় রাজ্যের একাধিক নেতা-সাংসদ ফোনে কথা বলতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন। সেই কারণে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য বিকল্প পথ হিসাবে ই-মেল বেছে নেন।

ম্যাথু দু'জনের সঙ্গে মেলের কথোপকথনের প্রতিলিপি সিবিআই আধিকারিকদের হাতে দিয়েছেন। দু'জনেই সেই সময়ে তৃণমূল সাংসদ ছিলেন। তাঁদের একজন বর্তমানে রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। দু'টি মেলেই সন্তোষ নামধারী ম্যাথুকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ওই দুই সাংসদ 'কাটমানি' চেয়েছেন। এক সিবিআই আধিকারিকের ইঙ্গিত, যাঁদের মেল তাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের একজনের নাম এখনও তদন্তে সরাসরি উঠে আসেনি। সিবিআই তদন্তকারীদের দাবি, মেলটি চেন্নাইতে খোলা হয়েছিল। সেটা আইপি অ্যাড্রেস থেকে জানা গেছে। সিবিআই তদন্তকারীরা, সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরোটারির সাহায্য নিচ্ছেন, ওই দুই সাংসদের ই-মেল আইডির উৎস জানতে। সেই সঙ্গে তাঁরা খতিয়ে দেখবেন ওই আইডিগুলি সঠিক না ভুয়ো। তবে তদন্তকারীদের আশা, এই মেলগুলি গোটা তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে সাহায্য করবে সিবিআইকে। তারপরই ডেকে পাঠানো হবে ওই প্রভাবশালীদের। ওই দুই সাংসদকে এখন জেরা করতে চায় সিবিআই।

গো-মাংস নিষিদ্ধ, লাভ জেহাদ বন্ধ করা-সহ হিন্দুদের সুরক্ষা প্রদানের দাবি, নইলে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন

গুয়াহাটি, ১৯ জুন (হি.স.) : ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা, হিন্দুদের সুরক্ষা প্রদান, গোটা দেশে গো-মাংস নিষিদ্ধ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সারা অসম হিন্দু সুরক্ষা সেনা নামে নবগঠিত এক অরাজনৈতিক সংগঠন। গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সংগঠনের কর্মকর্তারা বলেন, সাম্প্রতিককালে অসম তথা ভারতের হিন্দুরা মোটেও সুরক্ষিত নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে সারা অসম হিন্দু সুরক্ষা সেনা -র সভাপতি প্রদীপ কলিতা বলেন, "বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সুরক্ষা দেওয়া নবগঠিত সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। অসমে উজানের শদিয়া থেকে নিম্নের ধুবড়ি পর্যন্ত বসবাসকারী হিন্দুরা মোটেও সুরক্ষিত নন। সেজন্য এ সংক্রান্ত বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের ভিত্তিতে তাঁদের এই সংগঠনের জন্ম দেওয়া হয়েছে।"

তাঁদের দাবি সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে সভাপতি কলিতা বলেন, "শিগগির ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। গরুকে জাতীয় প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করে গোটা দেশে গো-মাংস নিষিদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া, গরুকে কেবল কৃষিকাজ এবং দুগ্ধ দহনের জন্য বেচা-কেনা করতে হবে।" তিনি বলেন, "প্রতিটি হিন্দু যুবক-যুবতীর নিশ্চিত কর্মসংস্থাপন পেতে হবে। এই দাবিগুলো সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সেগুলো ফলপ্রসূ করে সমাজে হিন্দুদের সুরক্ষিত করে দেশকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব।"

এছাড়া, নিম্ন অসমের ধুবড়ি, বরপেটা, বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলের সত্র, মন্দিরের ওপর মুসলমানদের বেদখল চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন সারা অসম হিন্দু সুরক্ষা সেনা -র সভাপতি বলেন, তাই সরকারকে এ ব্যাপারে বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেই। সরকারকে হুঁশিয়ার করে সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ কলিতা আরও বলেন, "সরকার যদি হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে অক্ষম হয়, তা-হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পথে নামতে তাঁরা বাধ্য হবেন। কলিতার অভিযোগ, "কংগ্রেসের ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রতি নরম মনোভাব রয়েছে, বিশেষ সাপোর্ট আছে। কেবল কংগ্রেসই নয়, কৃষক নেতা অখিল গগৈ-তো ইসলামিক রাষ্ট্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।"

লাভ জেহাদ সম্পর্কে কলিতা বলেন, মুসলমান যুবকরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন কাস্টের মেয়েকে ভালোবাসার নামে বিয়ে করে। এ বিনিময়ে কাস্ট ভিত্তিক তাদের ইয়ুথ ফোরাম-এর তরফ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়। "কেরালা, তামিলনাড়ুর পর সাম্প্রতিককালে অসমেও লাভ জেহাদ চলছে। তা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।" রামমন্দির সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন প্রদীপ কলিতা। তিনি বলেন, "রামমন্দির অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে, এবং যত শিগগির সম্ভব। কিন্তু বিজেপি সরকার কেন তা করছে না তা বুঝে উঠতে পারছি না। তাঁরা এ ব্যাপারে মৌন কেন।" প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। "তবে বলেন, রামমন্দির সম্পর্কে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায্য রায় দিলে আমরা আদালতকে সম্মান দেব।

কৈলাসহর সীমান্ত গ্রাম থেকে নাবালককে অপহরণ করল বাংলাদেশী দুস্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯, জুন।। কৈলাসহরের ইরানী থানার অন্তর্গত মাগুরুলী গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডের ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের ৪৭ নং গেইটের কাছের জনাব আলীর বাড়ি অবস্থিত। আজ সকাল দশটা নাগাদ বাংলাদেশের দশ-বারো জনের দুষ্কৃতীকারী জনার আলীর বাড়িতে এসে জলাব আলীর বারো বছরের ছেলে সমর আলীকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। বাংলদেশের সবার হাতে দা-লাঠি-ভল্লম-ভোছালী ইত্যাদি অস্ত্র ছিল বলে সমর আলীর বড় ভাই জানায়। কি কারণে সমর আলীকে কিডনাফ করা হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে বলতে না পারলেও গ্রামবাসী সূত্রে এবং পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মুকিত আলী জানায়, মাগুরুলী গ্রামটি ভারত - বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়াতে গ্রামের আহমেদ আলী সহ কয়েকজন বিড়ি এবং গাজা চোরাই পথে বাংলাদেশে পাঠায় অর্থাৎ চোরাই পথে আহমেদ আলীরা ব্যাবসা করে। আহমেদ আলী বাংলাদেশের মৌলভি বাজার কুলাউড়া থানার অন্তর্গত সিক্রিয়া গ্রামের বাসিন্দা। অপর চোরাই ব্যাবসায়ী আব্দুল রহমান এবং আব্দুল কালামের কাছে ব্যবসার প্রায় তিন লক্ষ টাকা পা। অনেকদিন অতিক্রান্ত হলেও টাকা ফেরত দিচ্ছে না আব্দুল রহমান তা আবুল কালাম। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়ে মাগুরুলি গ্রামের ব্যবসায়ী আহমেদ আলী গত তিন দিন পূর্বে বাংলাদেশের মৌলভি বাজার জেলার কুলাউড়া থানার অন্তর্গত সিক্রিয়া গ্রাম থেকে অর্থাৎ বাংলাদেশের ব্যবসায়ী আবুল রহমান এবং আব্দুল কালামের গ্রাম থেকে দশ বছরের এক শিশুকে অপহরণ। কিডনাফ করে নিয়ে আসে। এবং বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের খবর পাঠায় যে, আমার (আহমেদ আলী) ব্যবসার পাওনা তিন লক্ষ টাকা ফেরত দিলে তোমার গ্রামের শিশুকে ফেরত দেবো। এরই পাল্টা হিসাবে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা আজ মাগুরুলী গ্রামে এসে অর্থাৎ আহমেদ আলীর গ্রামে একে বারো বছরের সমর আলীকে কিডনাফ করে নিয়ে যায়।

সমর আলী অপহরণের পর মাগুরুলী গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। মাগুরুলী গ্রামে ইরানী থানার পুলিশ প্রায় প্রচুর টি এস আর মোতায়েন রয়েছে। পাশাপাশি ২০ বি এন বিএস এফ জওয়ানরাও রয়েছে। এলাকায় যেকোনো সময় বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ঘটনা স্থলে ইরানী থানার ওসি আলমগীর হোসেনকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ঘটনার স্বীকার করেন। তবে মিডিয়ার প্রতিনিধিদের ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে রাজী হয় নি।

গাড়ির চালককে চড় পুলিশকর্মীর দিল্লি পুলিশকে নোটিশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি. স.) : মুখার্জি নগরের ঘটনায় দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে নোটিশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। রাজধানী দিল্লির মুখার্জি নগরে গত ১৭ জুন এক পুলিশকর্মীর হাতে গ্রামীণ সেবার গাড়ির চালক সরবজিত সিং ও তাঁর ১৭ বছর বয়সী নাবালক পুত্রের নিগ্রহের অভিযোগের ঘটনার পর এদিন এই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির উচ্চ আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আগামী ২ জুলাই।

এর আগে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সোমবার নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিয়ে পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলের কাছে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে অনুরোধ করেছেন তিনি।

কেজরিওয়াল বলেন, 'মুখার্জী নগর এলাকায় রবিবার দিল্লি পুলিশের "নৃশংসতা" অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই। নাগরিকের রক্ষকদের অনিয়ন্ত্রিত ডাকাতে পরিণত হয়ে ওঠা উচিত নয়।' রবিবার নয়াদিল্লির এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর দিল্লি পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট চায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

এর আগে তিনজন পুলিশকর্মীকে তাঁদের 'অপেশাদার আচরণ'-এর জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তদন্তের

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।